প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৬ ◆ ৫ - ১১ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে শিক্ষা সেমিনার

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার)
আগমন: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে আমাদের হৃদয় মাঝে।

**তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নাই তুমি আছ
মন বলে তাই**

তোমার আগমনে প্রকৃতির বীণায় বেজে উঠেছিল এক আহ্বানের সুর, সেই সুরে আমাদের সবার কণ্ঠ এক করে তোমাকে নিবেদন করছি শ্রদ্ধা। পঁচিশটি বছর অতিবাহিত হচ্ছে তুমি নেই। কিন্তু তোমার আদর্শ, তোমার পদচারণা, তোমার স্মৃতি সবই আমাদের মানসপটে আজও অনুরণিত হচ্ছে। তুমি ছিলে যেন শক্তিশালী এক বটবৃক্ষ, যার ছায়াতল ছিল আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমার শাখা-প্রশাখা আমরা সবাই তো আছি এবং তোমার সুমহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমারই মত জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছি। তোমার স্নেহপূর্ণ শাসন, ভালবাসাপূর্ণ যত্ন, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। তাইতো জীবন চলার পথ কঠিন, রূঢ় এবং দুঃসহময় হলেও তোমার আদর্শ স্মরণ করে প্রেরণা লাভ করি। তাই তোমাকে জানাই আমাদের শতকোটি প্রণাম। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা যে কোন, বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে তাঁরই পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলতে পারি।

তোমার শোকাহত আমরা

জোনাথান, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা- ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ /৯৩/২৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত মাইকেল পেরেরা
জন্ম : ৯ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

প্রয়াত আশালতা পালমা
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

শাশ্বত মুক্তি লাভের আশায় বাবা-মা তোমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছ। আমরা বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে মহাশান্তিতে আছ। ব্যথিত হৃদয় আজো তোমাদের খুঁজে ফিরে, তোমাদের উপস্থিতি আজও আমরা উপলব্ধি করি। অনেক ভালোবাসার জালে আমাদের জড়িয়ে গেলে। তাই তোমাদের স্মৃতি আজও বহন করে চলছি। তোমাদের সেই সরলতা, নির্মল হাসি, স্বল্পভাষিতা, কঠোর শ্রম, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়জন সন্তানকে অতি কষ্টে মানুষ করেছিলে তোমাদের ভালোবাসা দিয়ে। তাই তোমাদের জীবনের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের সন্তানেরা, মেয়ে জামাই, নাতী-নাতনীরা একসাথে বাড়িতে আসলে, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলে সবচেয়ে খুশি হতে তোমরা। তোমাদের সেই ইচ্ছা আমরা পালন করতে চেষ্টা করে চলেছি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা তোমাদের আদর্শে সবার সাথে মিলেমিশে আনন্দে ও ভালোবাসায় জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁরই কোলে অনন্তকালের জন্য স্থান দিন এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

বাবা-মা'র মৃত্যুকালে যারা প্রার্থনা করেছেন, বিশেষ করে ফাদারগণ বাবা-মা'র আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
ছেলেরা, মেয়েরা, ছেলে বউয়েরা, মেয়ে জামাইরা
নাতী ও নাতী বউ : মারভিন-রোজী, জ্যাকসন, জয়, দীপ, হৃদয়-জেরিন, রত্ন, স্বারক, অর্ক, অগ্নি
নাতনী ও নাত জামাই : সুমি-প্রদীপ, মৌসুমি-কল্যাণ, জ্যাকলিন, মৌরী-দীপু, সিন্ডি-সিলভেস্টার, জেসি, স্বর্ণা, হৃদি, দ্রোহি, গ্লোরিয়া ও হৃদিতা।

বিজ্ঞ /৯৪/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৬
৫ - ১১ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২২ - ২১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ মণ্ডলীর অন্যতম সম্পদ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী

১৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বর্ণিল আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সুবর্ণ জয়ন্তী। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল, বাংলাদেশের সকল বিশপ, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দুই শতাধিক যাজক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রতধারী, ব্রতধারিণী, প্রাক্তন ও বর্তমান সেমিনারীয়ান এবং ৩৫০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রায় সকলের উপস্থিতি প্রকাশ করে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর গুরুত্ব। ঢাকার বনানীতে অবস্থিত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর যাত্রা শুরু হয়েছিল জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর নাম নিয়ে ২৩ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এখনো পর্যন্ত এটিই বাংলাদেশের একমাত্র উচ্চ সেমিনারী; যেখানে যাজকপ্রার্থীগণ মূলত দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করে নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন অপর খ্রিস্ট হয়ে ওঠার জন্য। এই সেমিনারীর পড়াশুনার উপযোগিতা উপলব্ধি করে সময়ের পরিক্রমায় ধর্মব্রতী ও ধর্মব্রতিনীগণ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত হন।

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মহাখ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীকে বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রাণ হিসেবে উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশ মণ্ডলী পরিচালনা ও নেতৃত্বদানে যারা রয়েছেন তাদের প্রায় সকলেই এই সেমিনারীর সন্তান। তাই দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য এ সেমিনারীর নানা অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সত্যিকার অর্থে পবিত্র আত্মা সেমিনারীর মাধ্যমেই বাংলাদেশ মণ্ডলী সক্রিয়, স্বাবলম্বী ও দেশীয় হতে শুরু করেছে। ধর্মের নানা ক্ষেত্রে অগ্রযাত্রা ও পরিবর্তন এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। ফাদারদের শিক্ষাসহ গঠন দিয়ে, ব্রাদার ও সিস্টারদের শিক্ষা দিয়ে এ সেমিনারী স্থানীয় মণ্ডলী গঠন, পরিচালনা ও সেবায় এক অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। ৫০ বছরের এই যাত্রায় মোট ৯৮৭জন শিক্ষার্থী পবিত্র আত্মা সেমিনারীতে পড়াশুনা করেছেন। এদের মধ্যে ৯জন বিশপ সহ যাজক হয়েছেন ৪৪৫জন। এছাড়াও ৮৩ জন ব্রাদার ও ১১ জন সিস্টার সেমিনারীর শিক্ষায় আলোকিত হয়েছেন। আলো বিকিরণের এ কাজে সরাসরি জড়িত ছিলেন ও আছেন মোট ১০৩জন অধ্যাপক।

এ সেমিনারী থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের আনাচে কানাচে, কেউ কেউ আবার দেশের বাইরেও বিবিধ পালকীয় ও সংস্কারীয় কাজ করছেন। গর্বের সঙ্গেই বলতে হয় তাঁদের একনিষ্ঠ প্রচার-শিক্ষা-সেবা কাজের ফলেই দেশের মণ্ডলী আজ জীবন্ত, সবল, ক্রমবর্ধমান। যারা সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু যাজক হননি তাদের অনেকেই সেমিনারীর শিক্ষা, শৃংঙ্খলা, গঠন প্রভৃতি ব্যবহার করে স্থান কাল-ভেদে পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী ও দেশের জন্য সফলতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুনামের সাথে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অনেক যাজক, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমেরিকা, কানাডা, ব্রাজিল, ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেবাদায়িত্ব পালন করে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সৌরভ ছড়াচ্ছেন। সামনের দিনগুলোতেও স্থানীয় ও বিশ্বমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সৌরভের ছোঁয়া প্রবাহিত হতে থাকবে তা বিশ্বাস করি।

জুবিলী উদ্‌যাপন কালে যে বিষয়টি অনেকের মুখে উচ্চারিত হয়েছে তা হলো পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে অধ্যয়নরত ছাত্র ও অধ্যাপনায় নিয়োজিত শিক্ষকমণ্ডলীর সহযোগে আরো বেশি গবেষণাধর্মী, ঐশতত্ত্বভিত্তিক ও মণ্ডলীর আপডেট শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনা ও পুস্তক প্রকাশ। যাতে করে ধর্মশিক্ষা দানে এই প্রতিষ্ঠান বাতিঘর হয়ে ওঠতে পারে। এ সেমিনারীতে রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। প্রায় ৫০ হাজার বইয়ের সমাহার পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর লাইব্রেরিতে। সেমিনারীয়ানগণ তা যথার্থ ব্যবহার করে নিজেদেরকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে। মণ্ডলীতে স্থানীয়করণ, উপাসনা সঙ্গীত, ঐশতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অতীতের মতো বর্তমানেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করুক পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী। একইসাথে প্রাক্তন সেমিনারীয়ান যারা যাজক হননি কিন্তু সমাজের বিভিন্নস্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সাথে যোগাযোগ আরো নিবিড় হোক। আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা না করে প্রাক্তন সেমিনারীয়ানরাও যেন স্বতস্ফূর্তভাবে সেমিনারী তথা মণ্ডলীর পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে আরো বেশি জীবন্ত ও সিনোডাল হতে সহায়তা করেন।

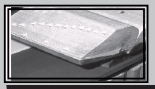

আমার আজ্ঞা এ : তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালোবেসেছি। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার : এর চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। (যোহন : ১৫: ১২-১৩)।

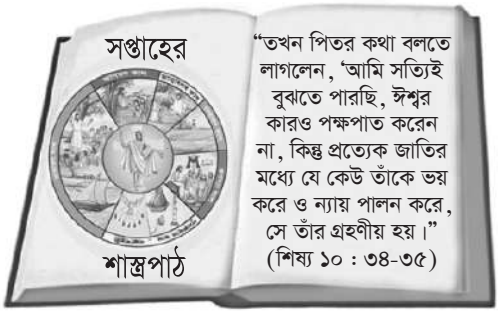

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৫ মে, রবিবার
শিষ্য ১০: ২৫-২৬, ৩৪-৩৫, ৪৪-৪৮, সাম ৯৮: ১-৪, ১ যোহন ৪: ৭-১০, যোহন ১৫: ৯-১৭

৬ মে সোমবার
শিষ্য ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, যোহন ১৫: ২৬ -- ১৬: ৪ক
আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

৭ মে, মঙ্গলবার
শিষ্য ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৭-৮, যোহন ১৬: ৫-১১

৮ মে, বুধবার
শিষ্য ১৭: ১৫, ২২---১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১৬: ১২-১৫

৯ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্য ১৮: ১-৮, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৬: ১৬-২০

১০ মে, শুক্রবার
শিষ্য ১৮: ৯-১৮, সাম ৪৭: ১-৬, যোহন ১৬: ২০-২৩ক

১১ মে, শনিবার
শিষ্য ১৮: ২৩-২৮, সাম ৪৭: ১-২, ৭-৯, যোহন ১৬: ২৩খ-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৫ মে, রবিবার
+ ১৯৭১ সিস্টার লিলিয়ান ব্রোনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার যোসেফিন হাঁসদা সিআইসি (দিনাজপুর)

৬ মে সোমবার
+ ১৯৯৭ সিস্টার বার্থোলমেয়া হালদার এসসি (খুলনা)

৮ মে, বুধবার
+ ২০১৬ ব্রাদার জার্লাথ ডি'সুজা সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার আঞ্জেলো রুসকোনি পিমে

৯ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯২ সিস্টার এম. মেকটিল্ডে আরএনডিএম
+ ১৯৯৭ ফাদার ওবেদিও জেরলেরো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী ইগ্নেশিউস আরএনডিএম
+ ২০০২ ফাদার আলফন্স জেংচাম ওএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ মে, শুক্রবার
+ ২০০১ ফাদার ফ্রান্সেস্কো স্পাঞোলো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার এমিলিয়া মালতি মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার ফিলিপ ডি' রোজারিও (বরিশাল)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭১৭: সুখ-পন্থাগুলো যীশু খ্রীষ্টে ছবি অঙ্কিত করে এবং তাঁর ভালবাসা ব্যক্ত করে। এ সুখ- পন্থাগুলো যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানের মহিমার সহভাগী বিশ্বাসীবর্গের আহ্বানও প্রকাশ করে; এগুলো খ্রীষ্টীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগত আচরণ ও মনোভাবের ওপর আলোকপাত করে; এগুলো হল আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, যা খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য ইতিমধ্যে অর্জিত আশীর্বাদ ও পুরস্কারসমূহ ঘোষণা করে, যদিও তা অস্পষ্ট; সুখ-পন্থাগুলোর সূচনা হয়ে গেছে কুমারী মারীয়া ও সকল সাধু-সাধ্বীর জীবনে।

॥ খ ॥ সুখের বাসনা

১৭১৮: সুখ-পন্থাসমূহ মানুষের স্বভাবজাত সুখের বাসনা মেটায় । এই বাসনার উৎস ঐশ্বরিক : ঈশ্বর তা মানুষের অন্তরে স্থাপন করেছেন যেন, একমাত্র তিনি, যিনি তা পূর্ণ করতে পারেন, তাঁরই দিকে তিনি মানুষকে চালিত করেন:

আমরা সবাই সুখে বাস করতে চাই; গোটা মানব জাতির মধ্যে কেউ নেই, যে-ব্যক্তি, এমন কি এসম্বন্ধে পুরোভাবে জানার আগেও, এই উক্তিকে সমর্থন করবে না ।

তাহলে, প্রভু, কেন আমি তোমার খোঁজ করি? কারণ তোমাকে খোঁজ করেই, হে প্রভু, আমি সুখী জীবনের খোঁজ করি, তাই আমাকে তোমায় খুঁজতে দাও যেন আমার আত্মা বাঁচতে পারে, কারণ আমার দেহ আমার আত্মা থেকেই জীবন গ্রহণ করে এবং আমার আত্মা তোমারই কাছ থেকে জীবন পায়।

একমাত্র ঈশ্বরই তৃপ্তি দেন।

১৭১৯: 'সুখ-পন্থা'সমূহ প্রকাশ করে মানব-অস্তিত্বের লক্ষ্য, তথা মানবকর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য: ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর পরমসুখের উদ্দেশে আহ্বান করেন। এই আহ্বান প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে, কিন্তু মণ্ডলীকে সামগ্রিকভাবে দেওয়া হয়েছে, যে-মণ্ডলী তাদের নিয়ে গঠিত সেই নতুন জনগণ, যারা সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে ও বিশ্বাসের সহিত তদনুসারে জীবনযাপন করছে।

১২ মথি ৫:৩-১০

১৩ সাধু আগস্তিন, De moribus. eccl. 1, 3, 4: PL 32, 1312
১৪ সাধু আগস্তিন, স্বীকারোক্তি, Conf. 10, 20: PL 32, 791
১৫ সাধু টমাস আকুইনাস, Expos. in symb. apost. I

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

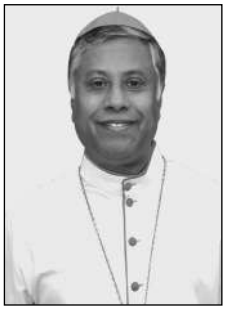

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ফাদার সিলাস মুর্মু

পুনরুত্থান কালের ৬ষ্ঠ রবিবার

১ম পাঠঃ শিষ্য ১০ঃ ২৫-২৭, ৩৪

২য় পাঠঃ ১ম যোহন ৪ঃ ৭-১০ পদ

মঙ্গল সমাচারঃ যোহন ১৫ঃ ৯-১৭ পদ

শ্রদ্ধাভাজন খ্রিস্টভক্তগণ আজকে পুনরুত্থান কালের ৬ষ্ঠ রবিবার। এই রবিবারের পাঠগুলো মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে "ভালবাসা"। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে একটু অনুধ্যান করি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা ঈশ্বর তার ভালোবাসায় আমাদের ঘিরে রেখেছেন। তাঁর বিভিন্ন দয়া দানে কৃপা আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে হিসেবে আমাদের ভালোবাসা ঈশ্বরের জন্য ও পাড়া-প্রতিবেশিদের জন্য কতটুকু নিজেদেরকে প্রশ্ন করি।

আজকের প্রথম পাঠে দেখি, পিতর রোমীয় শতানীক কর্নেলিয়াসের বাড়ীতে যান এবং বলেন, এখন আমি বুঝতে পারছি, ঈশ্বর সত্যিই কারও প্রতি কোন পক্ষপাত করেন না, বরং যে মানুষ তাঁকে সম্ভ্রম করে ধর্মাচরণ করে, তার জাতি যা-ই হোক না কেন, সেই মানুষ তাঁর অনুগ্রহের পাত্র হয়। পবিত্র আত্মার শক্তিতে কর্নেলিয়াস বিশ্বাসী হয়ে উঠেন ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। আমরা দেখি যে ঈশ্বরের ভালোবাসার কোন সীমা রেখা নেই বা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী জাতির জন্য নয়। ঈশ্বরের কৃপা আশীর্বাদ-ভালোবাসা সবার জন্য।

আজকের ২য় পাঠে সাধু যোহন আমাদের বলেন, আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি, কারণ ভালোবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। আমাদের প্রত্যেক দিনকার জীবনে একে-অপরকে ভালোবাসার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি।

মঙ্গল সমাচারে আমাদের জন্য ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রকাশ পাই। তিনি তাঁর নিজ পুত্র যিশু খ্রিস্টকে এই জগতে পাঠালেন - আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য। যিশুখ্রিস্ট কষ্ট, নির্যাতন ও ক্রুশের উপর প্রাণ-ত্যাগ করলেন আমাদের ভালবাসেন বলেই আর এইভাবেই পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হলেন আর ভালোবাসা প্রকাশ করলেন।

আমাদের প্রত্যেক দিনকার জীবনে মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও পাড়া-প্রতিবেশি, ভাই-বোনদের ভালোবাসার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। মে মাস মা-মারীয়ার মাস এবং জুন মাস যিশু হৃদয়ের মাস। এই দুই মাসকে কেন্দ্র করে মা-মারীয়া ও যিশু হৃদয়ের বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বাংলার স্বাধীনতা দিবস

অর্পূব জন রায়

বাংলার স্বাধীনতা দিবস, গৌরবের
বাংলার স্বাধীনতা দিবস, শোকাবহের
পেয়েছি মোরা, বাংলার স্বাধীনতা
পেয়েছে লাখো শহীদের রক্তের
পূর্ণতায়।
বাংলার স্বাধীনতা, সংগ্রামী শক্তির
বহিঃপ্রকাশ
বাংলার স্বাধীনতা, ত্যাগ-তিতিক্ষার
অন্তর প্রকাশ
পেয়েছি মোরা, বাংলার স্বাধীনতা
দীর্ঘ নয় মাস, যুদ্ধের অপেক্ষায় ।
দিয়েছে, বাংলার দামাল ছেলেরা
মাতৃভাষার জন্য, নিজেদের প্রাণ
সেই রক্তাক্ত, মানচিত্র তাঁদের
ভুলবেনা, কখনো আর।
মহান নায়ক, মহান নেতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
তাঁরই জন্য, পেয়েছি মোরা
বাংলার স্বাধীনতা।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

কুমারী মারীয়ার নিকট ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

কুমারী মা মারীয়া বহু আলোচিত ও আলোড়িত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। মা মারীয়ার নিকট থেকে কি চেতনা পেতে পারি? বাধ্যতা, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা, নম্রতা, মনোযোগীতা, পবিত্রতা অর্জন, ক্লান্তিহীন পথ চলা, প্রার্থনানিষ্ঠ, বিশ্বাসী ও ভক্তিপ্রাণ ইত্যাদি মা মারীয়ার নানাগুণগুলো আমাদের হৃদয় মন পূর্ণ করে রাখুক। কুমারী মারীয়া এই মে মাসে আমাদের ধ্যানে জ্ঞানে আচরণে থাকুক। মা মারীয়ার মত মনোযোগী হই *(দ্রঃ যোহন ২:২)*, কৃতজ্ঞ নিবেদন করি - আমাদের অন্তর গেয়ে উঠুক প্রভুর জয়গান *(দ্রঃ লুক ১:৪৬-৫৫)*। পোপ মহোদয়ের ঘোষণা অনুসারে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হলো প্রার্থনার বছর, যেহেতু আগামী বছর হবে পুণ্য জুবিলী বছর। *দৃঢ়বিশ্বাস* এবং প্রার্থনা-জীবন ছাড়া কেউ মঙ্গলবাণী ঘোষণায় প্রেরণকার্যে নিযুক্ত হতে পারে না।

মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা

মারীয়া এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের সময় ও ভৌগলিক স্থানকে অতিক্রম করেছেন। তিনি এখনো অগণিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। **কবিগণ:**তাঁকে নিয়ে অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন। লেখকগণ: তাঁকে নিয়ে অনেক প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। **শিল্পীগণ:** তাঁকে নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন। অনেক ব্যক্তি: তাঁর নাম ধারণ করেছেন। **অনেক তীর্থমন্দির:** মারীয়ার নামে ও আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গীকৃত। **অনেক ধর্ম-সংঘ:** মারীয়ার নামে ও আধ্যাত্মিকতায় পরিচিত।

বাইবেলে লুকের মঙ্গলসমাচারে ১: ৩২ পদে বর্ণিত হয়েছে, "সাধ্বী এলিজাবেথ তার নিজ গৃহে মারীয়াকে দেখে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আহা সকল নারীর মধ্যে ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার গর্ভ ফল। আহা, ধন্য সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভুর নামে তাকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে"।

মা মারীয়া বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধা ও আখ্যায়িত হয়েছেন

মা মারীয়ার বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন জায়গায় স্থানে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছেন কথা বলেছেন। মা মারীয়া বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। ১। কার্মেলের রাণী, ২। গুয়াডালুপের রাণী, ৩। ব্যাণ্ডেলের রাণী, ৪। আশ্চর্য মেডেলের রাণী , ৫। অশ্রুময়ী রাণী, ৬। লুর্দেররাণী, ৭।উদ্ধারের রাণী, ৮। ফাতেমা রাণী, ১০। দরিদ্রদের রাণী, ১১। গোলাপের রাণী, ১৩। শান্তির রাণী, ১৪। প্রেরিতগণের রাণী, ১৫। স্বাস্থ্যের রাণী, ১৬। ভেলেঙ্কিনীর রাণী ইত্যাদি। জপমালা লিতানী প্রার্থনায় ব্যক্ত করি মা মারীয়ার নানা নামের খ্যাতি উপাধির কথা।

মে মাসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্তুগালের ফাতিমা নামে একটি ছোট গ্রামে ধন্যা কুমারী মারীয়া তিনজন কিশোর রাখালকে (লুসিয়া, ফ্রান্সিস্কো ও জাসিন্তা) ৬বার অলৌকিক দর্শন দেন। ১৩ মে, দুপুর বেলা, তারা যখন খেলা করছে, হঠাৎ পরিষ্কার আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। তারা ভীত হয়ে দেখতে পেল, এক ওক গাছের ওপরে ভাস্যমান এক উজ্জ্বল মেঘের ওপর সুর্য্যের চেয়ে দীপ্তিময়ী একজন নারী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাদের বললেন, " ভয় পেয় না। তোমরা পর পর পাঁচ মাস একই ১৩ তারিখে এখানে আসবে। আমি তখন তোমাদের বলবো, আমি কে আর কী চাই"। মারীয়া অনুরোধ করলেন, পৃথিবীতে যাতে শান্তি ফিরে আসে এবং পাপীরা যেন মন পরিবর্তন করে, সেই কামনায় তারা যেন প্রতিদিন জপমালা জপ করে। *(খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা বিতান, ২১৫ পৃষ্ঠা)*।

মারীয়া হলেন খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের মা জননী

Integral evangelization will necessarily include *liturgical life, prayer and contemplation*. সিনোডাল চার্চের ধারণাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ, ধারণ ও বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সিনোডাল চার্চের প্রতিপাদ্য-প্রেরণ নিশ্চিত করি। মা মারীয়া ধ্যান প্রার্থনার আদর্শ মডেল। "এই দিকে মারীয়া এই সমস্ত কথা অন্তরে গেঁথে রেখে তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন" *(লুক ২:১৯)*। Gospel (Luke) focuses on Mary as the model of faith, prayer and contemplation.

মা মারীয়া ছিলেন নাজারেথের সেই ধ্যানমগ্ন এবং ভক্তবিশ্বাসী নারী, যিনি অন্যদের সেবার জন্যে নিজের শহর থেকে "তাড়াতাড়ি" *(লুক ১:৩৯)* বেরিয়ে পড়েন। **ন্যায্যতা এবং কোমলতা, ধ্যানময়তা এবং পরার্থপর ভাবনা,** এই অনন্যক্রিয়াই মাণ্ডলিক সমাজকে মঙ্গলবার্তা প্রচারের আদর্শ মারীয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সহায়তা করে। *(পোপ ফ্রান্সিস - "মঙ্গলবার্তার আনন্দ", অনুচ্ছেদ ২৮৮)*"। খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের নক্ষত্র মা মারীয়ার নিকট প্রার্থনা জানাই স্নেহময়ী মা কুমারী মারীয়া, মিলন, সেবা, জ্বলন্ত ও উদার বিশ্বাস, ন্যায্যাতা ও দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করতে তুমি আমাদের সাহায্য কর, মঙ্গলবার্তার আনন্দ যেন জগতের সকল প্রান্তে বিস্তারলাভ করতে পারে।

মা মারীয়ার কাছে জপমালা প্রার্থনা করতে ক্লান্তি নেই

একদিন এক মারীয়ার ভক্তকে জিজ্ঞাসা করছে এক লোক, আচ্ছা তুমি বারে বারে রিপিট কর, পুনরাবৃত্তি করে প্রণাম মারীয়া-প্রসাদে পূর্ণা উচ্চারণ কর, এতে তোমার বিরক্তবোধ হয় না, ক্লান্তি লাগে না। অধৈর্য্য লাগে না। বিশ্বাসীভক্ত উত্তরে বললেন" আচ্ছা সত্যি করে তুমি বল তো – তুমি যখন তোমার প্রেমিকাকে বারে বারে বল আমি তোমাকে ভালোবাসি - একই কথা রিপিট কর- তোমার প্রেমিকা কি বিরক্ত ক্লান্তিবোধ করে? নাকি আনন্দবোধ করে। খুশি হয়, সন্তুষ্ট হয়- তাই না। সে চায় তুমি বারে বারে তাকে একই কথা বল। ঠিক আমি বিরক্ত হই না যখন বারে বারে প্রণাম মারীয়া বলি। তাই আসুন, ভক্তিভরে আকৃতি প্রার্থনা করি জপমালা মায়ের কাছে : দে মা তোর চরণধুলি।

জপমালা প্রার্থনায় ফোকাস করা হয় যিশু যা বলেছেন এবং করেছেন (what Jesus did and said.) আমরা যখন রোজারীমালা জপ করি তখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মারীয়াকে প্রণাম জানিয়ে যিশুর জননীর সঙ্গে যিশুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ধ্যান করি। মা মারীয়ার আদর্শ মনের সামনে রেখে যিশুর পদক্ষেপ অনুসরণ করি। সাধু পোপ ২য় জন পল বলেছেন : জপমালা প্রার্থনা হলো পবিত্র মঙ্গলসমাচারের সারসংক্ষেপ। ক্ষুদ্র সু সমাচার। জপমালা হলো আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিক অস্ত্র। spiritual Arms। এক একটি বিট/ গুটি যেন এক একটি বোলের মত। একটি প্রণাম মারীয়া বললে একটি বুলেট লাগে শয়তানের গায়ে। জপমালা প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার শক্তি। জপমালা প্রার্থনার শক্তিতে হয় মন্দের পরাজয়। জপমালা প্রার্থনা শক্তিশালী প্রার্থনা। পারিবারিক জীবন সুরক্ষায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব রয়েছে। জমপালা প্রার্থনা আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে ও জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়েই আমাদের পরিত্রাণ - কার্য সম্পাদিত হয়। জপমালা প্রার্থনার ফলে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করে। ফাদার প্যাট্রিক পেইটন সত্যই বলেছেন : প্রার্থনারত বিশ্বই শান্তিময় বিশ্ব।

উপসংহার

আমাদের প্রার্থনা প্রকাশ করে আমাদের বিশ্বাস। ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি থাকা সত্বেও ঐশজনগণ প্রায় ১৩৭ কোটি ৫ লাখ কাথলিক বিশ্বাসীভক্ত যুগে যুগে জপমালা প্রার্থনা জপ ও বিশ্বাস ঘোষণা করে আসছে। এমন কি বিশ্বাসের তীর্থোৎসব করতে আমরা যাই মা মারীয়ার গ্রটোতে। ঐশজনগণ মে মাসে মারীয়ার নিকট বিশেষ প্রার্থনা করে। গির্জায় কনভেন্টে, পরিবারে জপমালা প্রার্থনা করা হয়। মা মারীয়া প্রভুর কাছ থেকে কৃপা এনে দেন। স্মরণ কর প্রার্থনায় আমরা প্রকাশ করি : "হে করুণাময়ী কুমারী মারীয়া, কেহ তোমাকে ডাকিয়া সাড়া যে পায় নাই, কেহ সাহায্য চাহিলে তুমি যে দাও নাই, বিপদে পড়িয়া কেহ রক্ষা প্রার্থনা করিলে তুমি যে শোন নাই, এই কথা কে বলিতে পারে? এই ভরসায় আজ আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।" খুলনা ধর্মপ্রদেশের স্বর্গীয় বিশপ মাইকেল এ. ডি' রোজারিও, সিএসসি, এর শ্লোগান আমাদের অন্তরে অনুরণিত হোক : "প্রতিগৃহে জপমালা প্রতি দিন সন্ধ্যা বেলা"॥

জীবনের আনন্দ তুমি

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ রে॥
যিশুতে মোরা আনন্দের ফোয়ারা
পেয়েছি রে
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ রে॥
আনন্দে থাকিব, যিশুর প্রেমে মাতিব
যুগে যুগে রে॥ [গীতাবলী ২৭০]

ভূমিকা: 'আনন্দ' প্রত্যেক জীবনেই আছে। একদিকে যেমন আনন্দ আছে; ঠিক তেমনি দুঃখও আছে। ভাল ও মন্দ মিলে আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হয়। প্রত্যেক মানুষই আনন্দ করতে চায়। নিজে আনন্দ পাওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে; আবার অন্যকে আনন্দ দেয়ার মধ্যদিয়ে নিজেকে উপস্থাপনা করে অন্যের কাছে। আমরা দেখি ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পৌল তাঁর পত্রে বলেন, "তোমরা সকলে আনন্দেই থাক" (৪:৪)। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ বাস করে; ঠিক তেমনি তাদের মনও একেক রকম। তাই মানুষও আনন্দ পেতে চায় একেক রকম। আমরা যুবক/যুবতীরা যেভাবে আনন্দ পেতে চাই; একজন শিশু বা বৃদ্ধ সেরকম চাইতে পারে।

আমাদের আনন্দ হলো মানব জীবনের একটি মৌলিক অবস্থা, যা মানুষের দেহ-মন-প্রাণ আত্মাকে প্রতিনিয়ত দোলা দিয়ে যায়। আনন্দ আমাদের জীবনে আনে এক নব চেতনা, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যথা বেদনা, আঘাত প্রতিঘাত সব কিছুকে ধুয়ে মুছে শুভ্র এক মোহময় সাজে রূপান্তরিত করে। যার মধ্যে থাকে না কোন কুটিলতা, জটিলতা, সমালোচনা, রেষারেষি, হিংসা-বিদ্বেষ, মানুষকে ঠকানো ও বিভেদ।

আনন্দ: 'যতদিন মানব জাতি; ততদিন আনন্দ।' অর্থাৎ জীবন যতদিন আছে; তত দিনই আনন্দ আবার কষ্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত। আনন্দের সীমা নেই ও দুঃখের সীমা নেই। আনন্দে থাকতে সবার ভাল লাগে। আনন্দের মধ্যে নেই কোন অভিমান ও ভণ্ডামী; আছে শুধু বুক ভরা ভালোবাসা। আনন্দ আবির্ভাব হয় একটি ঋতুর মতো। অর্থাৎ একটি ধারায় ও পর্যায়ক্রমে যেতে হয়। তাহলে আমরা আনন্দের নগরে ও রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব।

আমরা বিভিন্ন ভাবে আনন্দ ব্যক্ত করি। যেমন, ব্রতীয়-জীবনে পদার্পণ করলে, পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করলে, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করলে, অপরকে সহায়তার মধ্যদিয়ে, ভালোবাসার মধ্যদিয়ে, জন্মদিন পালনের মধ্যদিয়ে, কোন খেলায় জয় লাভ করলে, সন্তান জন্মগ্রহণের মধ্যদিয়ে, হাতের ইশারার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন চিহ্নে প্রকাশ করি। কিন্তু এই সবগুলো আনন্দ পাওয়ার একমাত্র উৎস হলেন- 'স্বয়ং খ্রিস্ট', যিনি আমাদেরকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছেন, আর আমরা একে অপরের আনন্দের সহভাগি হয়ে উঠছি।

'তুমি আমার আনন্দ' এমন একটি বাক্যাংশ যা প্রায়ই কারোর প্রতি গভীর স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হতে পারে যে তারা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, প্রচুর সুখ ও আনন্দ খুঁজে পায়। গ্রেগরী বার্ণার্ড শাইন বলেন, "জীবনের সত্যিকারের আনন্দ, নিজেকে পরাক্রমশালী হিসেবে স্বীকৃত উদ্দেশের জন্য ব্যবহার করা... "।

আনন্দের গুরুত্ব/তাৎপর্য: শব্দগত দিক থেকে বিবেচনা করলে আনন্দের নানাবিধ অর্থ ও গুরুত্ব পাওয়া যায়। যেমন-মহা সুখ, প্রফুল্লতা, শান্তি, প্রেম ও ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা, বিশ্বাস, একতা, ছলনাহীন। জীবনের পরিপূর্ণতা তখনই আসে; যখন দেহ-মন-প্রাণ হৃদয়ে আনন্দ থাকে। দুঃখহীন ভাবে জীবন যাপন করি। আমাদের জীবনে যা কিছু দুঃখ থাকে; সব কিছু লাঘব করা যায় একমাত্র আনন্দের পূর্ণতার মধ্যদিয়ে। আনন্দ আসে সেবা, প্রেম ও ভালোবাসা ক্ষমা..। বাইবেলের লুক রচিত মঙ্গলসমাচারের অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী *(১৪: ১-৩; ১১-৩২)*। তার জীবনে এসেছিল দুঃখ-হতাশা ও দুরর্দশা জীবনে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু মন পরিবর্তন করে সে আবার পিতার কাছে ফিরে গেল এবং সবাই মিলে নাচ গানের মধ্যদিয়ে তাকে বরণ করে নিল। তাহলে আমাদের জীবনেও অনেক সময় সে অপব্যয়ী পুত্রের মতো জীবনযাপন করি। যিশুকে আমাদের হৃদয়ে না রেখে ক্ষণিকের সুখকে আঁকড়ে ধরি। ফলে আমাদের জীবনটা ক্ষণিকের সুখময় জীবন রাজ্যে প্রবেশ করে এবং কোন এক সময়ে আর কুল কিনারা পায় না। যিশুর কাছ থেকে দূরে সরে চলে যাই। তাই আমাদের জীবনে ক্ষণিকের আনন্দ নয়; চিরস্থায়ী আনন্দের ভিত্তি গড়ে তুলতে হয়।

জীবনের আনন্দ তুমি: আমাদের জীবনটা সরল রেখার মতো নয়। কখনো কখনো সোজা স্কেলের মতো আবার গাছের ডালের মতো। কিন্তু জীবন একটাই। অর্থাৎ কারো দুঃখ-কষ্ট ছাড়া দিন চলে আবার প্রতিনিয়ত দুঃখকষ্ট সঙ্গী করে পথ চলতে হয়। এরই মধ্যদিয়ে জীবনকে সাধনার পথে বিসর্জন দিতে হয়। আনন্দের দাতা হলো স্বয়ং 'প্রভু যিশুখ্রিস্ট' যিনি সর্বকালের রাজা। তিনি সবাইকে তার কাছে থাকতে আহ্বান করেন এবং যাতে তাঁরই সাথে পথ চলতে পারে। একজন খ্রিস্টপ্রেমিক ও প্রেমিকা হিসেবে জীবনে প্রতিনিয়ত আনন্দ থাকা আবশ্যক। আমাদের প্রাণ কেন্দ্র হলো স্বয়ং 'যিশু', প্রতিদিনকার জীবনে যিশুকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে হয়। কারণ তিনি আমাদেরকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন। তিনিই জীবনের মূল কাণ্ডারী। জীবনে যদি কোন পরিপূর্ণতা না থাকে; তাহলে জীবন বৃথা। যখন পরিপূর্ণ হয় তখন সমস্ত আশা আশঙ্কা আবার নতুন করে আশা জাগে যে নতুন করে চিন্তা করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, সারাদিন কর্মক্লান্তির পর যখন ঘরে ফিরে আসি; নিজের সন্তানকে আদর স্নেহ ভালোবাসা প্রকাশ করি বিভিন্ন চিহ্নের মধ্যদিয়ে। ঠিক আমাদের জীবনকে সজ্জীবিত রাখতে হলে; ঈশ্বরকে একটিবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো আমাদের খ্রিস্টমূল্যবোধের প্রকাশ। তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর কাছে কাছে রাখেন, যত্ন ও ভালোবাসেন। তখন মনে আর কোন দুঃখ, কষ্ট থাকে না। মানুষ কষ্টে থাকলে শান্তির নিবাস খুঁজে। এই শান্তি নিবাস হলো স্বয়ং যিশু তিনিই শান্তি, আনন্দ দান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ভাষায় বলা যায় যে, "আনন্দধারা বহিছে ভূবনে"। তাই এই পৃথিবীতে ভালোর পাশাপাশি দুঃখ কষ্টও আছে যা মানুষ শাশ্বত আনন্দ পাওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুনয় করে। আমাদের এই কথা জানতে হবে যে, ঈশ্বর তার প্রতিমূর্তিতে সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং নিজেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করলেন। পৃথিবীতে এত আনন্দ যে প্রতিটি সৃষ্টিকর্ম তা পেতে চায়। "যেখানে আমরা সীমার মাঝে অসীমকে দেখি, অমৃতকে দেখি, সেখানেই আমাদের আনন্দ" *(শান্তি নিকেতন, ১ম খণ্ড)*।

খ্রিস্টীয় জীবনে আনন্দ: খ্রিস্ট হলেন- আমাদের জীবনের পদপ্রদর্শক, আলোকবর্তিকা, রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা ও আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি তাঁর ভালোবাসার মধ্যদিয়ে মানবজাতির কাছে আনন্দ সহভাগিতা করেছেন। পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থাক... তবেই তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকবে *(যোহন ১৫:৯-১২)*।

আমরা যারা খ্রিস্টের অনুসারী, যারা বাপ্তিস্মের দ্বারা যিশুকে গ্রহণ করছি বা খ্রিস্টান হয়েছি। আমরা কতোনাই আনন্দিত হয়েছি। তাই তো খ্রিস্টীয় জীবন হলো প্রেমের জীবন, আনন্দের জীবন। যার জীবনে কাজকর্ম, কথাবার্তা, চাল-চলনে কোন রকম ক্ষুধা নেই; তার মধ্যেই আনন্দ জন্মায়। আর যারা ছলনা, প্রেমহীন জীবনযাপন করছে; তাদের মধ্যে কোন তাজা আনন্দ নেই। আছে শুধু শুষ্ক আনন্দ, বুক ভরা কষ্ট বা ক্ষণিকের আনন্দ... *(লুক ৬:৩৫)*। যে ভালোবাসাতে জানে সেই ভালোবাসাতে দিতেও জানে। অর্থাৎ যে আনন্দ দিতে জানে সে আনন্দও পেতে পারে।

ত্যাগে প্রকৃত আনন্দ: ত্যাগ মানুষকে মহৎ করে তোলে। ত্যাগ তিতিক্ষা মানুষের জীবনে অনেকটা কষ্ট মনে হলেও কিন্তু শেষ দিকে আনন্দ উপলব্ধি করে। তার একমাত্র কারণ হলো ছোট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের মধ্যদিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। বলা হয়ে থাকে কষ্ট

করলে; কেষ্ট মেলে। ভোগে প্রকৃত সুখ নয়; ত্যাগে প্রকৃত সুখ। এই লাইনটা অনেক বার শুনেছি কিন্তু গুটি কয় মানুষ আমরা অনুশীলন করি। ত্যাগ মানুষের জীবনকে মহৎ করে। মহৎ হওয়ার জন্য বড় কিছু করতে হয় না। কিন্তু আমাদের হওয়ার জন্য মন, হৃদয় দুয়ার খোলা রাখতে হয়। জোয়ানান এর মতে, "আমরা যদি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে কেন আমাদের জীবন এত শূন্য ও দুর্বিষহ এবং কী আমাদের কষ্টের মূল কারণ? ঈশ্বরের বাক্যগুলির তিনটি রয়েছে: "মানুষের জন্ম, মৃত্যু, অসুস্থতা। তাহলে, এই জিনিসগুলি কোথা থেকে এল?" তাহলে আমরা প্রকৃত সুখ সেখানে পাব; যেখান থেকে আমরা এসেছে। তাকে জানতে, মানতে, পালন করতে বাধ্য হয়।

ক্ষমা, ক্ষমাশীলতা, মার্জনা ও ক্ষমাপ্রাপ্তি: ক্ষমা দান একটি উপহার যা আমরা একে অপরকে দিয়ে থাকি। যে ব্যক্তি আঘাত করেছে তাঁকে মন থেকে ক্ষমা করা। "জীবনে আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ করি। খ্রিস্টপ্রেমিক ও প্রেমিকারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর দয়ালু ও করুণানিধান। তিনি আমাদেরকে ক্ষমাই করেন। বাইবেলের লুক রচিত মঙ্গলসমাচারের অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী (১৪: ১-৩; ১১-৩২)।

আমরা দুই ধরনের ক্ষমা দেখতে পাই; যথা- ঈশ্বরের ও মানুষের ক্ষমা। ক্ষমা মানে ব্যক্তির সাথে যা ঘটেছে তা দমন করা, গ্রহণ করা বা বন্ধ করা। জীবনে বা মৃত্যুতে একজন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় প্রশংসা দেওয়া যেতে পারে তা হলো সে ভালো ছিল। প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের হাত দিয়ে গড়া ও সাদৃশ্যে তৈরী। যাইহোক, প্রতিটি মানুষই ভুল করে, কিন্তু সে ভুলের মাশুল আমাদের ভাই মানুষদের কাছে ক্ষমা যাচ্না করতে হয়। এই বাস্তবতা থেকে কেউ রেহাই পায় না। একজন মানুষকে সর্বদা ক্ষমা করতে হয়। যেমনটি ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করতে শিখিয়েছেন। আমরা যেন অন্যকে ক্ষমা করে দিতে পারি।

পরিশেষে বলতে চাই যে, সুখী হতে হলে মানবীয় জীবনে কিছু কিছু দিক বা নিয়ম পালন অপরিহার্য। কারণ মানব জীবন একটি সুত্রে গাঁথা আছে। সে অনুসারে না গেলে জীবনে কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাই সুখী হতে হলে আমাদেরকে নিজেকে আগে সুখী ও আনন্দে রাখতে হয়। আমাদের অন্তরটাকে পরিষ্কার করতে হয় যাতে সবায় জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। যেমন বাগানে ফুল থাকলে বা ফুল ফুটলে পরিদর্শনার্থীরা দেখতে আসে ছবি তোলে, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও চিহ্নের মধ্যদিয়ে আনন্দ উপভোগ করে, ঠিক তেমনি আমাদের হৃদয় দুয়ার খোলা রাখলে, যিশু আমাদের অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। তাহলে 'জীবনের আনন্দ তুমি' এই বাক্যটি স্বার্থক হয়ে উঠবে। তাহলে নিজেও আনন্দ পাব এবং অন্যরাও আনন্দ পাবে॥

আমি আনন্দিত হলাম, যখন লোকে আমাকে বললো, চল, আমরা প্রভুর গৃহে যাই (গীতসংহিতা ১২২ ঃ ১ পদ)

ক্ষুদীরাম দাস

এখানে প্রভুর গৃহ বলতে আমাদের উপাসনা ঘর বা গির্জাকে বুঝিয়েছি। আর শিরোনামটি এজন্যেই নির্বাচন করলাম, কেননা আমাদের উপাসনা গৃহে বা গির্জায় ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। কোনো না কোনোভাবেই তারা ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়। সময়ের অভাবে অনেকেই গির্জায় উপস্থিত হতে পারে না বা প্রভুর জন্যে সময় দিতে পারে না। তাই হয়তো, কেউ গির্জায় যাবার কথা বললেও বিরক্তিবোধ করে! কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান মাত্রই আনন্দ পায়, যখন কেউ আহ্বান করে গির্জায় যাবার জন্যে।

কখন আমরা আনন্দিত হই! যখন কোনো ভালো কাজ করি, ভালো সংবাদ পাই বা আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতা বিরাজ করে তখন আমরা আনন্দিত হই। কিন্তু আমাদের জীবনের দুঃসহ যাতনার কারণে আমরা কোনো আনন্দের সংবাদেও আনন্দ প্রকাশ করতে পারি না। তবে মানুষ হিসেবে আমরা অনুভূতিশীল। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ভীষণ বিপর্যস্ত, বিব্রত এবং শঙ্কিত এই অনুভূতিকেই আশ্রয় করে। নিজের সাথে নিজেরাই কতো যে যুদ্ধ করে যাই জীবনভর; অসহায়বোধ, রাগ, কষ্ট নিয়ে ভাবতে থাকি, কেন এমন হয়? কেন অনুভূতি আমাদের এমন যন্ত্রণা দেয়? কী সমস্যা আমাদের মধ্যে? অনুভূতিতে কেনো বুদ হয়ে থাকি আমরা? কেন কষ্ট/দুঃখ হয়, রাগ হয়, অভিমান হয়, ভয় হয়, হতাশ লাগে? এগুলো না থাকলে জীবনটা কতোই না সুখের হতো। কিন্তু তবুও আমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ করতে পারি।

আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই আনন্দ পাই না আমরা। আমাদের অনুভূতি কাজ করছে না। সেই কারণেই কখনো কখনো আমাদের চারপাশে যা' কিছু ঘটছে তার কারণে আমাদের কোনো রাগ লাগছে না, কষ্ট হচ্ছে না, রাগ নেই, অভিমান নেই। আনন্দ, তৃপ্তি, সুখ, আশা কোনো কিছুই জেগে ওঠে না। প্রশ্ন জাগে মনে! কেননা আমাদের অনুভূতির দরজা বন্ধ থাকে। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু মনে হয়। কারো ভালো আহ্বান আমাদের সন্তুষ্টবোধ জাগায় না। অবশ্য এটা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক সাড়া। এই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আমাদেরকে সঙ্কেত দেয় আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া। আসলে আমরা নিজেকে বড্ড ভালোবাসতে চাই, কষ্ট দিতে চাই না এবং আমাদের ভালোবাসার মানুষদের কষ্ট দিতে চাই না বা তারা কোন ব্যাপারে কষ্ট পাক তা' চাই না। এখানে এসব কথা এজন্যেই বলছি যে, আমরা অনেক সময় বিরক্ত হই, যখন কেউ আমাদের সদাপ্রভুর গৃহে যাওয়ার জন্যে আহ্বান করে। এই আহ্বান আমরা প্রত্যাখ্যান করি। সদাপ্রভুর গৃহে যেতে চাই না বা সদাপ্রভুর গৃহে যাওয়ার সুযোগে তার গৃহে থাকলেও আমরা বিরক্তিভাব দেখাই। অনেক সময় দেখা যায়, গির্জা চলা অবস্থা বড় গান, বড় প্রার্থনার সময় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠি অথবা যিনি প্রচার করেন তার প্রচার বেশি হলেও আমরা বিরক্তভাব প্রকাশ করি কখনো কখনো; আর সেটা আমরা দেখাই ঘন ঘন ঘড়ি দেখি অথবা উপাসনা থেকে উঠে চলে যাই। সেক্ষেত্রে একজন মানুষকে যখন উপাসনার জন্যে আহ্বান করা হয়, তখন সে অবশ্য বিরক্তভাবই দেখায়। যেটা তার চোখে-মুখে স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং সেখানে আনন্দ পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখানে 'যখন কেউ' বলতে আমাদের পরিবারের সদস্য-মা, বাবা, ভাই, বোন, পরিবারের বয়স্ক কেউ, বন্ধু অথবা প্রতিবেশি আমাদের সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে আহ্বান জানায় তখন অবশ্য সম্মানের সাথে সেই আহ্বান গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য যারা ঈশ্বরের সন্তান তারা কখনোই বিরক্ত হয় না; বরং আনন্দিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে আমরা আমাদের মণ্ডলীগুলো যদি দেখি, তাহলে দেখবো প্রভুর গৃহে যাওয়াকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে না। তার প্রমাণ সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য, এটা দুঃখজনক আমাদের সবার জন্যেই।

তাহলে ওরা কোথায় যায়? তাহলে ওরা কী করে? তাহলে ওরা আসে না কেনো? ওরা কেউ কেউ বাড়িতেই থাকে। গির্জায় না এসে মোবাইল ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথবা জগতের আনন্দে ব্যস্ত সময়ের পিছনে ছুটে কোথাও ঘুরতে বের হয়। আনন্দ করে বেড়ায়। কিন্তু ঈশ্বর কারো না কারোর মাধ্যমে আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা তার গৃহে আসতে পারি। আর আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।

বিশ্বাসের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বরের আরাধনা করা বা ঈশ্বরের গৃহে গিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেয়া ও

তার প্রশংসা করা উত্তম। আমাদের প্রতিদিনই তার আরাধনা করা উচিত। পরিবারের সকল সদস্যকে আহ্বান করে ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত। আর ঈশ্বরের গৃহে তাঁর প্রশংসা মনের আনন্দে করা উচিত। সুতরাং সেই দিক চিন্তা করলে কারো আহ্বানে সন্তুষ্ট থাকা উচিত বা আনন্দিত হওয়া উচিত। আবার সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করার জন্যে অন্যকেও মনের আনন্দে আহ্বান করা উচিত। যেন তারাও ঈশ্বরের আরাধনায় যুক্ত হতে পারে। আমাদের প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, হাঁটতে হাঁটতে ঈশ্বরের আরাধনা করা ছাড়া যাবে না। একজন ঈশ্বরের সন্তান ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, বিছানায়, দেশে-বিদেশে যেখানেই অবস্থান করে, তাকে ঈশ্বরের আরাধনা করতেই হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের সম্মুখে না যাই, তাহলে আমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আমরা ঈশ্বরকে হারাই ও আমাদের সম্পর্ক গভীর হতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি তাঁর আরাধনা করি তাহলে আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক গভীর হয়। ঈশ্বরের আরাধনা না করলে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হয় না। আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়।

আমাদের হীনতা আমাদেরকেই আচ্ছন্ন করে রাখবে। আমাদের সুযোগ থাকতেও আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে চাই না। নিজেরা ঈশ্বরের আরাধনায় আহূত হই না; এমনকি অন্যদেরকেও আহ্বান করি না। সত্যিকারে যে গির্জায় আসে না, প্রার্থনা করে না, তার বিশ্বাসও দুর্বল হয়ে যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি তার খুবই নড়বড়ে থাকে; সম্পর্কে ছিন্ন হওয়া মানে ঈশ্বরকে হারানো। তবে ঈশ্বরের আরাধনা হলো আমাদের মুক্তির অন্যতম উপায়। আর যে ব্যক্তি আরাধনা করে না সে শয়তানের কথায় উঠা-বসা করে। যে ব্যক্তি গির্জায় না যায়, সে অসামাজিক অর্থাৎ সে অন্য খ্রিস্টানদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে না।

আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা ঈশ্বরের কতো আশীর্বাদ পাই। আবার আমাদের সামনে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, বাইবেল সেই সম্বন্ধে আমাদের ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া সারাবিশ্বের যে পরিবর্তন আসতে চলেছে, সেই সম্বন্ধেও বাইবেল আমাদের বিভিন্নভাবে সতর্ক করে। সুতরাং আমাদের সতর্কতা অর্জন করা উচিত। প্রভুর ছায়ায় আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে প্রভুর গৃহে আমাদের আসতে হবে। তাহলে আমরা জীবনে প্রভুর দেয়া নিরাপত্তা অর্জন করতে পারবো। এমনও উদাহরণ রয়েছে যে, অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়েও কেউ কেউ জটিল রোগে ভুগছে, তারা দীর্ঘদিন ভুগছে। এতো টাকা-পয়সার মালিক হয়েও তারা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারছে না। অতএব, সুস্থভাবে বেঁচে থাকা প্রভুর ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমরা প্রভুর আশীর্বাদ পাই বলে আমরা বেঁচে থাকি।

এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বাইবেল নামে একটি বইয়ের নাম শুনেছে মাত্র। কিন্তু এর মধ্যে কী আছে সেটা কমই জানে। তারা বাইবেলের অংশ খুঁজে পায় না বা বাইবেল খুলতে পারে না, আবার বাইবেল সম্পর্কে শুনলেও তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে না, তারা ভুল পথে পরিচালিত হয়। কারো কারো বাড়িতে বাইবেলও নেই, আর তারা প্রতিদিন বাইবেল পড়ে না, গির্জায়ও যায় না। তাদের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম কীভাবে শিখবে? এভাবে চলতে থাকলে আমরা হারিয়ে যাবো না! সুতরাং আমাদের জীবন যেদিকে চলছে তাতে আমরা প্রকৃত সুখের ঠিকানা পাবো না। আমরা শান্তির খোঁজ করছি, কিন্তু প্রভুর গৃহে না আসলে আমরা শান্তি পাবো না। আমাদের জীবনের বিভিন্ন পরিকল্পনা জাগতিকতার সাথে মিশে যাবে, আর আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবো না। যদি আমরা প্রভুর গৃহে না যাই।

এমনও অনেক লোক আছে, যারা প্রতি সপ্তাহে গির্জায় যায় না। অথবা সারাবছরই গির্জায় যেতে পারে না জীবনের ব্যস্ততার কারণে, অথবা নিজের অনীহার কারণে। তারা শুধুমাত্র বিশেষ দিনে, যেমন- বড়দিনে গির্জায় যায়, গুডফ্রাইডে বা ইস্টার সানডে গির্জায় যায়। কেননা তখন ছুটি পায় বা সকলকে একসাথে পায়। হয়তো তারা উপাসনার উদ্দেশে যায় না; শুধুমাত্র উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতেই যায় বা সকলকে একসাথে পাবে ও কুশল বিনিময় করবে সেজন্যেই তারা যায়। এটা কতোটা যুক্তিসঙ্গত আমাদের জীবনের জন্যে? সত্যিকারে এখন একথা বলতেই হয় যে, আকাশছোঁয়া উন্নতির এই যুগে মানুষ কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। আমরা কোথায় আছি, আমরা নিজেরাও জানি না। উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে যেন জ্যামিতিক হারে আমরা হারাতে বসেছি আমাদের ভেতরকার নৈতিকতা ও শিষ্টাচার। সেই সাথে ভুলে যাচ্ছি সৃষ্টিকর্তাকে!

আমরা যদি একটু চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখবো যে মানুষ কতো নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। মনে হবে যেন ওরা অন্ধকারের মানুষ, চোখ থাকতেও অন্ধ, ভালো-মন্দ জ্ঞান হারিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়ায়। আর মানুষের আচরণ দেখে সমাজের ছোট-বড় পার্থক্য করা আজ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। না আছে বড়দের সম্মান, না ছোটদের প্রতি স্নেহ। ঈশ্বরের সন্তানদের জীবন হবে উজ্জ্বল-আলোকিত। আর এজন্যে সদাপ্রভুর গৃহে যাওয়ার অভ্যাস তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান হবার ও তাদের গড়ে তুলবার জন্যে উপযুক্ত বিষয়।

দয়া-মায়া-মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ ঈশ্বর প্রদত্ত। আর মায়া-মমতা ও শ্রদ্ধাবোধশূন্য অন্তর ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই পরস্পরকে মমতা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে।

আবার মণ্ডলীগুলোতে শৃঙ্খলতার বড় অভাব দেখা যায়। প্রতিটি পরিবার যদি সুশৃঙ্খল হয়, মণ্ডলীও সুশৃঙ্খল হবে। আমরা পরিবারগুলোতে দেখতে পাই যে, সেখানে পরস্পরের প্রতি সম্মানের বড়ই অভাব। সবার উচিত বাবা-মা ও বড় ভাই-বোনদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো। পরস্পরের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলা। তারা মনে কোনো কষ্ট পান এমন কথা বা কাজ পরিহার করা উচিত। তবে আমাদের সমাজে অনেক বড় ভাই-বোনদের দেখা যায় ছোটদের প্রতি রূঢ় আচরণ করতে। অনেক ক্ষেত্রে মারামারির মতো ঘটনাও ঘটে, যা' ছোটদের ভেতর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং বড়দের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে ওঠে ও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে। নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা পেতে তাই বড়দের উচিত ছোটদের গালমন্দ, মারামারি করা থেকে বিরত থাকা ও অভিভাবকসুলভ আচরণ করা। যেন তারা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ হয়ে ওঠে। অনেক গুরুজন ছোটদের থেকে শ্রদ্ধা আশা করতে দেখা যায়; অথচ তারা নিজেরা ছোটদের প্রতি মমতা দেখান না। এটাকে আমরা শিক্ষার ঘাটতি বলতে পারি। ঈশ্বর ভীতির অভাব রয়েছে, নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে; যা' আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ না থাকলে একটি পরিবারে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশিদের সাথে তেমনই হওয়া উচিত। আবার পিতা-মাতা সন্তানের জন্য অনেক কষ্ট করে থাকেন। মা-বাবা অনেক কষ্ট করে উপার্জন করেন, কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে লালনপালন করে থাকেন; অথচ কোনো কোনো সন্তানরা কী নিষ্ঠুর আচরণই করে থাকে।

আমাদের বেশ কিছু খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোতে দেখা যায়, কাজের লোকের সাথে খারাপ আচরণ করতে। কোনো জিনিস এগিয়ে দিতে দেরি হলে বা রান্নায় একটু দেরি হলে বা ত্রুটি হলে কাজের বুয়াকে গালিগালাজ থেকে শুরু করে শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। আজকাল এমন ঘটনা অহরহ চোখে পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে বড় অমানবিকতা ও অপরাধ। তখন প্রশ্ন জাগে, তারা কেমন খ্রিস্টান?

প্রশ্ন হলো, সত্যিকারে আমরা কী চাই? আমাদের জীবনের জন্যে কোনটাকে আমরা প্রথম স্থান দিবো? আমরা কি চিত্তবিনোদন/আমোদপ্রমোদে সুখী রয়েছি? অথবা আমার চাকরি অথবা আমার পেশা? অথবা আমার

স্বাস্থ্য? অথবা আমার ব্যক্তিগত সুখ? অথবা আমার আমার সন্তানেরা অথবা একটা সুন্দর বাড়ি, ভালো কাপড়চোপড়? এসবের হয়তো আমাদের অভাব নেই। অথবা আমরা আমাদের জীবনে কোনো বিষয়ে খ্যাতি লাভ করেছি। তবুও আমরা সুখী নই। কেননা আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি না; সদাপ্রভুর গৃহে আমরা যাই না।

আমার মনে হয়, ক্রমেই আমরা স্বার্থপর, সৌজন্যতাবোধহীন হয়ে যাচ্ছি, এর একটা বড় কারণ হলো, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সম্মান করি না, করতে শিখি না। যেহেতু নিজেকে সম্মান করতে শিখি না, তাই অন্য কাউকেও সম্মান করতে পারি না। আমাদের সব কিছুতেই বিতর্ক। আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক হয়, আমাদের নেতা নেত্রীরা অসম্মানিত হন, গুরুজন-শিক্ষকেরা হন অপদস্থ, পরিবারে হয় তর্ক, মণ্ডলীতে হয় দলাদলি-তর্কবিতর্ক এমনকি মারামারির মতো ঘটনা। আর এ কারণে অন্যরাও আমাদেরকে একই দৃষ্টিতে দেখে। আমাদের শিশু সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা নিয়ে আমাদের অনেক মাতামাতি রয়েছে। কিন্তু পবিত্রশাস্ত্র বাইবেল সম্পর্কে শিক্ষা না পেলে ঐ সন্তানদের কী অবস্থা হবে? তারা কোথায় যাবে? অথচ সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা নিয়ে আমাদের যতো মাতামাতি, যতো আগ্রহ, তার কিঞ্চিত পরিমাণ কি আমরা ওদেরকে ভদ্রতা, সৌজন্যতা বা আত্মসম্মানবোধ শেখাতে দেখাচ্ছি? আবার দিনের পর দিন এ প্লাস পাওয়ার দৌঁড়ে কখন যে সে নরম কাদামাটি থেকে বদলে রূঢ় শক্ত পাথর হয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতেই পারছি না অথবা বুঝতেই চাচ্ছি না? আমাদের এই না বুঝতে পারা বা না বুঝতে চাওয়ার দোলাচলে পড়ে কেবলি এ প্লাসের পেছনে ছুটতে ছুটতে ছেলেমেয়েরা জানছেই না যে নিজের জীবনের জন্যে ঈশ্বরের উপাসনা করা বা বাইবেল অধ্যয়ন করা কতটা জরুরী। আমরা এমন এক প্রজন্ম আমরা গড়ে তুলছি, যারা ভদ্রতার বদলে স্বার্থপরতা, সৌজন্যতার বদলে অভদ্রতা নিয়ে চরম অস্থিরভাবে বড় হচ্ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে সমাজের বাকিদের উপরেও। রাস্তায় বের হলেই তার প্রমাণ দেখতে পাবেন। সবাই অস্থির, চরম ব্যস্ত। গাড়ি এক সেকেণ্ড বেশি দাঁড়ালো তো পেছন থেকে অনবরত হর্নের আওয়াজ, লাইনে একটু বেশি সময় লাগলো তো শুরু হয়ে গেলো হট্টগোল, চলতি পথে কারো সাথে একটু ধাক্কা লাগলো তো নির্ঘাত তর্কাতর্কি শুরু। হাতাহাতি হয়ে খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। আমরা এখন আর কেউ হারতে রাজি নই। কিন্তু জীবনের একটি জায়গায় আমরা হেরি বসে আছি; আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি না, সদাপ্রভুর গৃহে যাই না।

কিন্তু গির্জায় যাওয়ার বা উপাসনা না করে আমরা চিত্তবিনোদন-আমোদপ্রমোদে আকর্ষিত হই বেশি। সত্যিকারে আমরা ঈশ্বরকে ত্যাগ করে যে আমোদপ্রমোদ বেছে নিই, তা' আমাকে প্রশান্তি দিতে পারে কিনা? অবশ্যই না। ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে যে আনন্দ, তাতে আমার স্বাস্থ্যকে বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে বা আমাকে চিরজীবনের জন্যে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে? সত্যি সত্যি এটা এমন বিনোদন, যা' হয়তো কয়েক ঘন্টার জন্যে আনন্দ দেয়; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সুখ নিয়ে আসতে পারে না। এমনকি যে চিত্তবিনোদনে আমরা মজে আছি, তার পিছনে আমরা এতো বেশি সময় দিই যে, এটার ভিড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হারিয়ে যায়। তারপর রয়েছে, আমার চাকরি অথবা আমার পেশা। সত্যিকারে এর পেছনে ছুটেই চলেছি আমরা। বলা চলে এর দাস হয়ে গেছি। এখানেও আমরা অতিরিক্ত সময় কাজ করে টাকা উপার্জন করতে চাই। অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকে সময় দিতে চাই না, যা' আমাদের বিবেককে দংশন করে এবং এ কারণে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো চাপা পড়ে যায়।

আমার সন্তানদের উপযুক্ত নৈতিক মূল্যবোধগুলো শেখানোর দায়িত্ব পরিবারের সকলের। ঈশ্বরের জন্যে প্রতিনিয়ত আমাদের সময় কাটানো উচিত। আমাদের নৈতিক শিক্ষা দরকার, আমাদের সন্তানদের জন্যেও ঐশরিক জ্ঞান দরকার। এজন্যে প্রতিদিন প্রভুর শাসনে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া দরকার। বাইরে ঘুরতে যাওয়া, খেলনা, মোবাইল, টিভি বা কম্পিউটার দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা তাদেরকে আমরা হারাতে পারি। এভাবে তারা ঈশ্বরকে চিনতে পারবে না। যেন ঈশ্বরকে চিনতে পারে সেজন্যে সদাপ্রভুর গৃহে সবসময় সন্তানদের আনতে হবে।

আমাদের কারো কারো সুন্দর একটা বাড়ি আছে, আছে দামী দামী ভালো কাপড়-চোপড়, আর আমাদের বাহ্যিক চেহারা ফুটিয়ে তুলতে সবসময় প্রস্তুত থাকি। তাছাড়া আমাদের দামী জিনিসপত্রের প্রতি আমরা বেশ মনোযোগী হই, তা' দিয়ে আমরা শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশিদের মুগ্ধ করতে চাই। অর্থাৎ নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে চাই আমরা কতো সুন্দর! আমরা জগতে কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি, এতে সময় দিতে কার্পণ্য করি না, সময় দিতে উৎসাহিত হই, এতে আমরা তীরের মতো ছুটে চলি। আর এটা তো জাগতিক মগ্নতা বা আমরা জগতের চাকচিক্য ভালোবাসি ও তাতে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমরা ভুলে যাই! জগতের বিষয় আমাদেরকে ভুলিয়ে রাখে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার গুরুত্ব। তখন আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাওয়াকে বা তার উপাসনা করাকে সময় দিতে চাই না বা সময় দেয়ার প্রয়োজন বলে হৃদয়ে চেতনা জেগে উঠে না। আমরা এতে করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হই! ঈশ্বরের সেবাকে আমরা প্রথম স্থানে রাখতে পারি না বলে আমরা তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হই। উপদেশক ১২ অধ্যায় ১৩ পদে রয়েছে, 'ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্তব্য।' আমরা ঘরে, কর্মক্ষেত্রে বা প্রয়োজনীয় স্থানে যেভাবে আমার দায়িত্বগুলো পালন করি, তাতে এটা পরিষ্কার যে, আমরা জগতের প্রতি কঠোরভাবে বাধ্য। জীবনের চাপগুলো এভাবে বৃদ্ধি পায়; আর তখন আমরা হা-হুতাশ করি কোনো এক সময় বেঁচে থাকার জন্যে। আমাদের জগতের সবকিছুই আলাদা করে গুরুত্বসহকারে রাখা আছে; কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে বা সদাপ্রভুর গৃহে সময় দেয়ার জন্যে আলাদা করে রাখি না। এজন্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালোভাবে গড়ে ওঠে না। হিতোপদেশ ৩ অধ্যায় ৫ ও ৬ পদে রয়েছে, 'তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন।' সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো করতে হলে সদাপ্রভুর গৃহে আমাদের যেতে হবে। মথি ৪ অধ্যায় ১০ ও ১১ পদে রয়েছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।' অতএব, আমাদের জাগতিক বিষয়ে আসক্তি থাকলে আমরা প্রভুর কাছে যেতে পারবো না। আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের অনুভব কেমন হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম ও আমার জীবনের কঠিন পরিস্থিতিগুলো মোকাবিলা করা উচিত ঈশ্বরের শক্তি অর্জনের মধ্যদিয়ে। অতএব, আমাদের বাইবেল পড়া ও অধ্যয়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যোহন ১৭ অধ্যায় ৩ পদে রয়েছে, 'আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যিশু খ্রিস্টকে, জানিতে পায়।' আর তাই ঈশ্বরের বাক্য পড়া ও গভীরভাবে চিন্তা করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। এজন্যে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সভাগুলোতে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইব্রীয় ১০ অধ্যায় ২৪ ও ২৫ পদে রয়েছে, 'আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি; এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি ... আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই।' গীতসংহিতা ১২২ অধ্যায় ১ পদে রয়েছে, 'আমি আনন্দিত হইলাম, যখন লোকে আমাকে বলিল, চল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই॥' ৯৮

পুণ্য বৃহস্পতিবারে ৭টি গির্জায় তীর্থ

ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি)

বিগত ২৮ মার্চ ছিল পুণ্য বৃহস্পতিবার। এই দিনের আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম - প্রভু যিশুখ্রিস্ট এই সন্ধ্যায় তাঁর প্রেরিত শিষ্যদের নিয়ে নিস্তার ভোজে মিলিত হন। ভোজের প্রারম্ভে তিনি শিষ্যদের গুরু ও প্রভু হয়েও তাঁদের পা ধুয়ে দিয়ে নিজে তা প্রথমে পালন করে নতুন আদেশ দিলেন তিনি যেমন তাঁদের ভালোবেসেছেন তাঁরাও যেন পরস্পরকে তেমনিভাবে ভালোবাসেন, শুধু কথায় নয় কাজেও। এরপর তিনি নিস্তার ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারস নিয়ে প্রভু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ ও স্তুতি জানিয়ে তা জীবনময় খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ আরাধ্য সাক্রামেন্ত হিসেবে শিষ্যদের ও সকলের জন্য প্রদান করলেন। এরপর তিনি তাঁর মহাযাজকীয় কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁর শিষ্যদের যাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত করলেন। এর মধ্যদিয়েই আমরা মণ্ডলীতে যাজকীয় সেবাকর্ম, সাক্রামেন্তগুলো এবং নতুন নিস্তারভোজ বা খ্রিস্টযাগ পেয়েছি। পুণ্য বৃহস্পতিবারের সান্ধ্য খ্রিস্টযাগে সেটাই আমরা পালন করি এবং আরাধ্য সাক্রামেন্তের প্রতিষ্ঠা দিবসে নিশিজাগরণ করে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করি।

নিউ জার্সিতে পুণ্য বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দর একটি ঐতিহ্য আছে - আরাধ্য সাক্রামেন্তের আরাধনা ও সম্মান জানানোর জন্য ৭টি গির্জায় যাওয়া। এই ঐতিহ্য অন্যান্য দেশে ও অঞ্চলেও থাকতে পারে, তবে আমার দেখা মতে এখানেই প্রথম। সংখ্যা ৭ এসেছে প্রাচীন মণ্ডলীর অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত এশিয়া মাইনর বা বর্তমানের তুর্কী ও গ্রীসে অবস্থিত ৭টি মণ্ডলী থেকে - এফেসাস, স্মিরনা (ইজমীর), পেরগামন (বেরগামা), থিয়াটিরা, সারডিস, ফিলাডেলফিয়া এবং লাওডিকেইয়া। এই মণ্ডলী বা খ্রিস্টীয় সমাজ গঠিত হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ ঐ মণ্ডলীগুলি পরিদর্শন করতেন ও তীর্থ যাত্রায় যেতেন দলবদ্ধ হয়ে বৎসরের বিভিন্ন পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, বিশেষ করে পুণ্য সপ্তাহে। সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে বহু অঞ্চলে খ্রিস্টীয় জনগণ পুণ্য বৃহস্পতিবারের সান্ধ্য খ্রিস্টযাগের পর তাঁদের নিজস্ব ধর্মপল্লীর গির্জায় আরাধ্য সাক্রামেন্তের আরাধনার পর নিকটবর্তী আরো ৬টি গির্জায় যান কিছু সময় নিয়ে সাক্রামেন্তের আরাধনা করার জন্য। যেহেতু এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের তীর্থ বৃহস্পতিবার রাতে হয়, তাই ধর্মপল্লীর বয়স্করা সাধারণত এতে যোগ দিতে পারেন না। অন্যদিকে যারা যোগ দেন, তারা তাদের সাক্রামেন্ত দর্শনের পর আবহাওয়া ভাল থাকলে গির্জার বাইরে গিয়ে আলাপ করেন কোন গির্জাটা সবচাইতে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, সেই সাথে এই গির্জার প্রতিষ্ঠাকাল, ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ সম্পর্কে অনেক তথ্য আলোচনার মাধ্যমে সহভাগিতা হয়। এই সন্ধ্যা যেহেতু আরাধ্য সাক্রামেন্তের ও যাজকত্বের জন্মদিন, তাই অনেকেই তাদের কৃষ্টি অনুযায়ী দেশীয় মিষ্টি জাতীয় খাবার বা পেস্ট্রি, চকোলেট ইত্যাদি নিয়ে আসেন অন্যান্য ধর্মপল্লীবাসীদের সাথে সেই আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। আমার বিগত প্রায় ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় ইতালিয়ান ও পোল্যান্ডের মিষ্টান্ন ছিল সবচাইতে জনপ্রিয়, মিষ্টির পরিমাণ মধ্যান্ন্যবর্তি হওয়ার কারণে। বাংলাদেশের রসগোল্লাকে অ-বাঙালিরা বলেছে অত্যন্ত মিষ্টি। আসলেই তাই। আমরা যেমন মানুষ হিসাবে খুব মিষ্টি, তেমনি আমাদের মিঠাইগুলিও ভীষণ মিষ্টি। গত পুণ্য বৃহস্পতিবার নটর ডেম কলেজে পড়াকালীন সময়ের সহপাঠি বন্ধু লরেন্স নির্মল গমেজ এসেছিল মেরিল্যান্ড থেকে নিউ জার্সি, তারপর নিউ ইয়র্ক ও শেষে কানেটিকাট বেড়াতে। তাই অনেক আনন্দিত মনে নির্মলকে সাথে নিয়ে পুণ্য বৃহস্পতিবারের সপ্ত মণ্ডলীর তীর্থযাত্রা শুরু করলাম।

সাধ্বী মারীয়ার গির্জা (১৯০৮), রাদারফোর্ড: একশত ষোল বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত এই গির্জা ইউরোপীয় আদলে নির্মিত হলেও কয়েকবার সংস্কার করার কারণে গির্জার স্থাপনা এখন মিশ্র রূপ নিয়েছে। আমরা সন্ধ্যার খ্রিস্টযাগে যোগদান করলাম এই গির্জায়। একটা ভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করলাম, তা হলো পা ধোয়ানোর সময়ে পুরোহিত যেমন অনেকের পা ধুয়ে দিলেন, তেমনি খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন গির্জার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খ্রিস্টভক্তদের পা ধুয়ে দিতে লাগল। এদের মধ্যে ছিল পুরুষ, নারী, যুবক, যুবতী, কিশোর, কিশোরী এমনকি কয়েকটি শিশু পর্যন্ত। সবাই এই পা ধোয়ানোর অংশে অন্তর্ভূক্ত ছিল। পুণ্য বৃহস্পতিবারের উপাসনার শেষে আরাধ্য সাক্রামেন্ত নিয়ে পুরোহিতগণ, ডিকনবৃন্দ, সেবক-সেবিকারা, প্রভুর বাণী পাঠকেরা, পবিত্র সাক্রামেন্ত বিতরণকারীগণ গির্জার ভেতরে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পূর্বে প্রস্তুত করে রাখা চ্যাপেলে আরাধনার জন্য সাক্রামেন্ত ধূপারতি দিয়ে সংরক্ষিত বেদীতে রাখলেন। মা মারীয়াকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম মহাদূত গাব্রিয়েলকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা শুনে "হ্যাঁ" বলার জন্য। প্রভুর এই চরণদাসীর বাধ্যতার জন্যই যিশুখ্রিস্ট সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য এই পৃথিবীতে আসতে পারলেন এবং সর্বদা আমাদের মাঝে থাকার জন্য এই আরাধ্য সাক্রামেন্ত দিয়ে গেলেন।

শান্তির রাণী গির্জা (১৯২২), নর্থ আরলিংটন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর ইউরোপ থেকে অনেক কাথলিক শরণার্থী ও অভিবাসী নর্থ আরলিংটন এলাকায় বসতি করতে থাকে। তবে এই শহরের আদি বাসিন্দারা ছিলেন ইংরেজ ও তারা ধর্মমতে ছিলেন এ্যাংলিকান এবং তারা কাথলিকদের ও অ-শ্বেতাঙ্গদের একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাই যখন কাথলিকদের একটা গির্জা প্রয়োজন হলো, তখন তারা তাদের ধর্মপল্লীকে স্থানীয়করণ করার ইচ্ছায় তাদের গির্জা পুরোপুরি ইউরোপীয়-কাথলিক, অর্থাৎ ইতালী, ফরাসী, স্পেন, পর্তুগালের মত স্থাপনায় না করে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনার মিশ্রণে করল এ্যাংলো-মার্কিন গির্জা এবং গির্জাকে উৎসর্গ করা হলো শান্তির রাণী মা মারীয়াকে। মায়ের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে কাথলিকদের সাথে এ্যাংলিকানদের সম্পর্ক ভাল হতে লাগল এবং কাথলিকদের তারা আমেরিকান হিসেবে গ্রহণ করতে লাগল। এর আগে তারা কাথলিকদের শুধু খারাপ নজরেই দেখত না, বর্ণ-বৈষম্য সুলভ আচরণ করত, কটু কথা বলত, এমনকি তারা কাথলিকদের বলত ভাতিকানের পোপের গুপ্তচর ও আমেরিকার শত্রু। আমরা আরাধ্য সাক্রামেন্তের সামনে নত হয়ে শুধু এই শহরে নয় বরং সারা পৃথিবীতে শান্তির জন্য প্রার্থনা করলাম, বিশেষ করে ইউক্রেন-রাশিয়া, প্যালেস্টাইন-ইস্রায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে যেন শান্তি নেমে আসে।

পবিত্র হৃদয় গির্জা (১৯০২), লিন্ডহার্স্ট: ছোট্ট এই শহর লিন্ডহার্স্টে কিন্তু কাথলিক গির্জা ৩টি এবং সবগুলিই খুবই কাছাকাছি। কারণটা হলো খ্রিস্টভক্তদের জাতীয়তা ও ভাষা। পবিত্র হৃদয়ের এই গির্জা ও ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা করেছিল আয়ারল্যান্ড থেকে আগত আইরিশরা। তাদের জন্মভূতিতে বেশ কয়েক বৎসর ধরে আলু এবং অন্যান্য ফসলাদি না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যার ফলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে আইরিশরা আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে শরণার্থী-অভিবাসী হিসেবে আশ্রয় প্রার্থনা করে। প্রথম দিকে আইরিশদেরও ইংরেজ বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের হাতে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। তবে তাদের ভাষা ইংরেজী হওয়াতে সরকারী চাকুরী, ব্যবসা, পুলিশ ইত্যাদি পেশায় তারা দ্রুত প্রবেশ করতে পারে। এখানে আরাধ্য সাক্রামেন্তের সামনে আমাদের প্রার্থনা ছিল যেন আমাদের হৃদয়ে সবাইকে স্থান দিতে পারি।

মহাদূত সাধু মাইকেলের গির্জা (১৯১২), লিন্ডহার্স্ট: এই গির্জা ও ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা করেছিল পোলান্ড থেকে আসা পোলিশ কাথলিক অভিবাসীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগার পূর্বেই পোলিশরা রাজনৈতিক ও পেশাগত

কারণে তাদের দেশ বা স্লাভিক অঞ্চল ত্যাগ করতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্য যেমন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়, রুশ, প্রাসা, এমনকি অটোমান বা তুর্কী সাম্রাজ্য যে যখন সুযোগ পেয়েছে শান্তিপ্রিয় ও কাথলিক পোলান্ডের অংশবিশেষ তাদের সাম্রাজ্যের অংশ করে নিয়েছিল। তাই পোল্যান্ড অর্থাৎ পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল, সাধ্বী মারীয়া ফাউস্টিনা কোভালস্কা, সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ান কোলব্বের জন্মভূমির মানচিত্র বহুবার পরিবর্তীত হয়েছে। এখনো এই গির্জায় পোলিশ ভাষায় খ্রিস্টযাগ, বাপ্তিস্ম, পাপস্বীকার, বিবাহ সংস্কার পালিত হয়। পোলিশ ভাষার উচ্চারণ ইংরেজী থেকে খুবই ভিন্ন হওয়ায় পোলিশ জনগণের ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে বেশ কষ্ট হয়। পুণ্য সপ্তাহের প্রতিটি দিন পোলিশ খ্রিস্টভক্তগণ তাদের গির্জা সাজান অত্যন্ত চমৎকার ভাবে, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া অসম্ভবের কাছাকাছি। এই গির্জায় প্রার্থনা ছিল আমরা যেন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় বহুভাষী ও বহু কৃষ্টির মানুষের প্রতি সহনশীল হই, তাদের বুঝতে পারি এবং সকলের সাথে মিলে একটা বৃহত্তর খ্রিস্টীয় পরিবার গড়ে তুলতে পারি।

কার্মেলের রাণীর গির্জা (১৯৬৬), লিন্ডহার্স্ট: দক্ষিণ ইতালীর মানুষেরা লিন্ডহার্স্ট গ্রামের এই গির্জার আশেপাশে বসতি স্থাপন করে। শুরুতে ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ ইতালীর নেপলস্, সোরেন্টো এলাকা থেকে আসতেন মিশনারী হিসেবে। এরা খুবই ভক্তি পরায়ণ মানুষ যেমন ছিলেন, তেমনি আবার বিভিন্ন ধর্মীয় পর্বোৎসবও জাঁকজমকের সাথে পালন করতেন বিভিন্ন রকমের মেলা বা ফেস্তার ব্যবস্থা করে। সেই ঐতিহ্য কিছুটা কমে গেলেও বন্ধ হয়ে যায়নি। এখনো তারা কার্মেলের রাণী, পাদ্রে পিও, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসসহ আরো বিভিন্ন ইতালীয় সাধু-সাধ্বীর পর্ব তারা পালন করে। সাধু পাদ্রে পিও-র মধ্যস্থতায় প্রার্থনা আরাধ্য সাক্রামেন্তে উপস্থিত যিশু যেন সবাইকে সুস্থ রাখেন।

সাধু যোসেফের গির্জা (১৮৭২), ইষ্ট রাদারফোর্ড: জার্মানীর খ্রিস্টভক্তরা এই শহর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলিতে বসতি নেয়। কিছু কিছু বাড়ী এখনো কালের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলোর সামনে দাঁড়ালে মনে হবে যেন বিগত শতাব্দীর জার্মানীতে এসেছি। তবে সেসব জার্মান বংশোদ্ভূত লোকেরা আর তেমন নেই এখন, কেউ পরপারে গেছেন, কেউ অবসর নিয়ে চলে গেছেন অন্য কোথাও। এই গির্জাটি ছোট পাহাড়ের উপর, আশেপাশে উঁচু নিচু অনেক টিলা, সেগুলোর উপর সারি সারি বাড়ী। এখন এই শহরের বাসিন্দারা বিভিন্ন দেশের বংশোদ্ভূত মানুষ। এই এলাকাটিতে ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষা বেশি ব্যবহৃত হয়। দুই বৎসর পর বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলার ফাইনাল খেলাটি এই শহরেই অবস্থিত মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে। গির্জা থেকে স্টেডিয়ামের দূরত্ব হবে প্রায় আড়াই মাইলের মত। রাত প্রায় ১০টা বাজে, বেশ কিছু মানুষ একত্রে রাত্রিকালীন প্রার্থনা করছে। জার্মানদের প্রতিষ্ঠিত গির্জায় এসে আমাদের প্রার্থনা যেন হিটলারের মত ধ্বংসাত্মক মানুষ না জন্মে যেন আলবার্ট আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিক, বাখ ও বেইটোভেনের মত সঙ্গীতজ্ঞ, স্টেফি গ্রাফের মত টেনিস খেলোয়ার, হাইডি ক্লুমের মত সৌন্দর্য্যময় মানুষ, এ্যাঞ্জেলা মার্কেলের মত রাজনীতিবিদ, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের মত জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি যেন পৃথিবীর সব দেশেই জন্মে মানব সমাজের আরো উন্নতির জন্য।

আরাধ্য সাক্রামেন্তে সর্বনিয়ত উপস্থিত প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের সকলকে তাঁর আশীর্বাদ ও কৃপায় ভরে রাখুন যেন পৃথিবীতে আমাদের তীর্থযাত্রায় তাঁরই মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে পারি এবং তীর্থের শেষে যেন তাঁরই বক্ষে আশ্রয় পেতে পারি॥

বাংলাদেশ মণ্ডলীর অন্যতম সম্পদ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

কাথলিক মণ্ডলীর পরিপক্কতা, বিস্তৃতি ও সকলের সাথে একসঙ্গে যাত্রার প্রতীক।

এই সেমিনারী থেকে পড়াশোনা করে ও গঠন পেয়ে অনেকে বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী হয়েছেন আবার অনেকে যাজক বা ব্রতধারী না হয়েও সমাজে বিভিন্নক্ষেত্রে যোগ্যভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। জুবিলী অনুষ্ঠানে মনে হয়েছে এই সেমিনারীর গঠন, শিক্ষা ও মূল্যবোধ শুধুমাত্র ব্রতীয় জীবনে নয় কিন্তু এর বাইরে পরিবার গঠনে ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা, নেতৃত্ব ও পরিচালনা দেওয়ার জন্যও শক্ত ভিত্তি এবং পরিপক্কতা দিয়েছে।

প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করি, আগামী দিনে এই সেমিনারী যুগোপযোগী গঠন ও শিক্ষা দিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করুক! এই সেমিনারীর প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সর্বদা বিরাজ করুক।

তপন ফিলিপ রড্রিকস্ প্রাক্তন ছাত্র, ৯৭ শিক্ষা বর্ষ: পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীর ৫০ বছরের রজতী জয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। পরিচালক ও আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই পবিত্র আত্মার সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্রদের এ রজত জয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের জন্য। দিনটি ছিল মিলন মেলা। অনেক দিন পর অনেক প্রাক্তন সেমিনারিয়ান ও যারা পুরোহিত হয়েছেন, সবার সাথেই দেখা হলো, কুশল বিনিময় হলো। সিনিয়র ও জুনিয়র বন্ধুপ্রতিম পুরোহিতগণ যাদের সাথে থেকে এই শিক্ষাঙ্গণে পড়াশোনা করেছি, তাদের সাথে জয়ন্তী উৎসবের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পেরে, অন্তরে অনেক শান্তি ও আনন্দ পেয়েছি। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে অনেক কৃতজ্ঞ। পবিত্র আত্মার সেমিনারীর পড়াশুনা আমার পেশাগত জীবন গঠনে ব্যাপক সফলতা দিয়েছে। শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং যারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাদের আত্মার স্বর্গীয় শান্তি কামনা করছি। ডিজিটাল সময়ে বন্ধুপ্রতিম পুরোহিতগণ ও প্রাক্তন সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগ হয়তো এখন ক্ষণিকের ব্যাপার। তবুও প্রার্থনা করছি সকল পুরোহিতদের জন্য যেন সুস্বাস্থ্যে মণ্ডলীর সেবা দিতে পারেন এবং বর্তমানে যারা সেমিনারীতে অধ্যয়নরত, তাদের জীবন স্বপ্ন যেন ঈশ্বর পূরণ করেন।

দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য এ সেমিনারীর নানা অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সত্যিকার অর্থে পবিত্র আত্মা সেমিনারীর মাধ্যমেই বাংলাদেশ মণ্ডলী সক্রিয়, স্বাবলম্বী ও দেশীয় হতে শুরু করেছে। ধর্মের নানা ক্ষেত্রে অগ্রযাত্রা ও পরিবর্তন এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। ফাদারদের শিক্ষাসহ গঠন দিয়ে, ব্রাদার ও সিস্টারদের শিক্ষা দিয়ে এ সেমিনারী স্থানীয় মণ্ডলী গঠন, পরিচালনা ও সেবায় এক অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। ৫০ বছরের এই যাত্রায় মোট ৯৮৭জন শিক্ষার্থী পবিত্র আত্মা সেমিনারীতে পড়াশুনা করেছেন। এদের মধ্যে ৯জন বিশপ সহ যাজক হয়েছেন ৪৪৫জন। এছাড়াও ৮৩ জন ব্রাদার ও ১১ জন সিস্টার সেমিনারীর শিক্ষায় আলোকিত হয়েছেন। এ সেমিনারী থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের আনাচে কানাচে, কেউ কেউ আবার দেশের বাইরেও বিবিধ পালকীয়, সংস্কারীয় কাজ করছেন। গর্বের সঙ্গেই বলতে হয় তাঁদের একনিষ্ঠ প্রচার-শিক্ষা-সেবা কাজের ফলেই দেশের মণ্ডলী আজ জীবন্ত, সবল, ক্রমবর্ধমান। যারা সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু যাজক হননি তাদের অনেকেই সেমিনারীর শিক্ষা, শৃংঙ্খলা, গঠন প্রভৃতি ব্যবহার করে স্থান কাল-ভেদে পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী ও দেশের জন্য সফলতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুনামের সাথে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অনেক যাজক, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমেরিকা, কানাডা, ব্রাজিল, ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেবাদায়িত্ব পালন করে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সৌরভ ছড়াচ্ছেন। সামনের দিনগুলোতেও স্থানীয় ও বিশ্বমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সৌরভের ছোঁয়া প্রবাহিত হতে থাকুক।

সাহায্যকারী: যোনাস মজেস বিশ্বাস
জিসান উইলিয়াম রোজারিও

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সুবর্ণ জয়ন্তী : স্থানীয় মণ্ডলী বিনির্মাণে গৌরবময় পঞ্চাশ বছর

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

১২৬ নং সামসঙ্গীতে আছে: "সত্যিই তো,
আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাজ
কতোই না বিচিত্র!
আর আমরাও তাই কত আনন্দিত ..
যারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে
বীজ বুনে যায়,
আনন্দের গান গাইতে-গাইতেই তারা ফসল
তুলে আনে।"

এই কথাগুলো দিয়ে "পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারি: স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে গৌরবময় পঞ্চাশ বছর" পূর্তি উৎসবের খ্রিস্টযাগে যোগদানের উদ্দেশে আমি আপনাদের সবাই আহ্বান করছি। পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারী সত্যিই ঈশ্বরের কাজ। তিনি অবশ্য ব্যবহার করেছেন অনেককে যারা চোখের জলে বীজ বপন করেছেন আর আজ আমরা আনন্দে তার ফসল সংগ্রহ করছি।

(প্রকাশিত স্মরণিকা: "পবিত্র আত্ম উচ্চ সেমিনারী প্রতিষ্ঠার পূর্বকথা" নামে আমার একটি লেখা আছে এবং ইংরেজীতে আমার একটা শুভেচ্ছা বাণীও আছে। ওখানে রচিত কথা না বলে আজকের শাস্ত্রপাঠে যেরেমিয়া: *৩:১৪-১৭; ১করি ১২:৪-১১; যোহন ১০:১১-১৮-* এর উপর ভিত্তি করে আমি আমার ধ্যান সহভাগিতা করছি।)

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলী অবশ্যই গর্বের সাথে স্বীকার করবে যে, এই সেমিনারীটি বাংলাদেশ জন্য ঈশ্বরের একটি মহান কীর্তি এবং স্থানীয় মণ্ডলীর অতীব প্রাণের একটি প্রতিষ্ঠান।

পবিত্র আত্মা সেমিনারীটি পবিত্র আত্মারই একটি মহান দান। স্বাধীন বাংলাদেশের শুভ জন্ম-লগ্নে পবিত্র আত্মার এই দানটি বিগত পঞ্চাশ বছরের যাত্রাকালে অভিব্যক্ত হয়েছে বিচিত্র রূপে। আত্মারই পরিচালনে ও দেশের রূপ-রং ও গন্ধ-রসে গঠিত হয়েছে মণ্ডলীর অন্তর, উদ্ভাবিত হয়েছে প্রাণের উৎসধারা যা প্রবাহিত হয়েছে সর্বত্র - দেশের ঘরে ও বাইরে; আর পরিভূষিত করেছে মণ্ডলীকে আত্মার বিচিত্র দানে, বহু সাজে, এবং চারশতাধিক সেবাকর্মী গঠনদানে।

আজকের দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে পলের কথায় তাই অতি স্বাচ্ছন্দে আমরা বলতে পারি: "বহু আত্মিক দান, কিন্তু দাতা যিনি, পবিত্র আত্মা তিনি এক। - "সমস্ত-কিছুই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ" -- তাঁরই অভিপ্রকাশ। তাই আত্মারই অনুপ্রাণনে আমাদের অন্তর-হৃদয় ভরপুর, প্রভুর প্রশংসা-ধন্যবাদ ও আনন্দ-গানে প্রাণ আমাদের উচ্ছসিত, এবং আত্মার কর্ম-কীর্তিতে অবাক ও অভিভূত আমাদের আন্তর-চিত্ত। তাই আমাদের নিবেদন: হে পবিত্র আত্মন, গ্রহণ করো আমাদের বিনম্র ভক্তি-অঞ্জলি, এবং অর্ধশতাব্দির কৃতজ্ঞতার ডালি।

মঙ্গলসমাচারে যিশুর কথা শুনেছি: "আমি উত্তম মেষপালক"। যিশুর এই বাণীই ছিল প্রাণ-প্রিয় সেমিনারীর বিরামহীন ও চলমান ভাবনা; এ বাণীই ছিল যাজক হওয়া ও গঠন দেওয়ার রূপরেখা ও আদর্শ; এই মন্ত্রটিই ছিল পথচলার মাপকাঠি এবং ভবিষ্যতের আলোক-দিশা। যিশুর এই কথাকে নিজের করে নিতে গিয়ে কতোবার আমরা থতমতো খেয়েছি জানা-অজানা অতৃপ্তিতে; আবার কতবার উত্তম মেষপালকের অনুকরণে "জীবন-বিসর্জন" দেওয়ার সাধনায় উপলব্ধি করেছি তৃপ্তি ও স্বস্তির আনন্দ।

সেমিনারীর গর্ভধারণ মুহূর্ত থেকে, পিতৃ-মাতৃসম ধর্মপালদের কাছ থেকে পেয়েছি বিজ্ঞ নির্দেশনা, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনে এগিয়ে এসেছে দেশী-বিদেশী কত ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসসংঘের কত সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী এবং জনগণ থেকে কত বিজ্ঞজন -- যাদের পরিচালনা, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিকতা আজ স্মরণ করি বিনম্র চিত্তে, আর বলিষ্ঠ অভিবাদনে সজোরে উচ্চারণ করি তাদের অবদান ও কীর্তি-গাঁথা।

"আমি আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে" -- যিশুর এই উক্তি আমাদের যাজকীয় জীবনে "জানা"র মধ্যে যতটুকু উপলব্ধি করেছি ঠিক ততখানি হয়তো উপলব্ধি হয় নি "ভালোবাসা"র মধ্যে। যতটুকু যিশুর এই উক্তি সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে, ততটুকুর জন্য আনন্দমনে প্রভুর প্রশংসা করি এবং জয়ন্তী উৎসবে যিশুর এই উক্তিকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করি।

আগে যেমন বলেছি পবিত্র আত্মার সেমিনারী বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীর একটি প্রাণের প্রতিষ্ঠান। মণ্ডলীর প্রাণের মধ্যে আছে যাজক, আছে সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী আর আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় ভক্তজনগণ। পঞ্চাশ বছর পূর্বে সেমিনারী প্রতিষ্ঠার সূচনা-লগ্নে, মতামত ব্যক্ত হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত সেমিনারীটি শুধু সেমিনারীয়ানদের জন্য নয়, বরং এখানে গঠন পাবে ভাবী যাজকদের পাশাপাশী সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিস্টারগণ এবং মণ্ডলীর ভক্তজনগণ। আরও স্বপ্ন ছিল সেমিনারী হবে স্থানীয় মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশের একটি কেন্দ্র। এখান থেকে উদ্ভাবিত হবে খ্রিস্টীয় বাংলা সাহিত্য রচনা। এই ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগ যে দেয়া হয়নি তা নয়। একাধিক সময়ে, বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য মণ্ডলী উপকৃত ও সেমিনারীর প্রতি এই জয়ন্তী উৎসবে মণ্ডলী কৃতজ্ঞ। তবে এই বিষয়ে সেমিনারীর সেবাকে সম্প্রসারিত করা এবং ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় গভীরতা লাভ এবং খ্রিস্টীয় সাহিত্য বিকাশ-সাধনের একটি জোরদার আবেদন সর্বদাই শোনা গেছে। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, সুবর্ণ জয়ন্তীকে আরও সুদূরপ্রসারী করে তুলবে এবং উৎকর্ষের গভীরতায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে যাবে।

প্রথম শাস্ত্রপাঠে আমরা যেরেমিয়ার মুখ থেকে এই কথা শুনেছি: "আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মতো পালকদের দেব, তারা সদ্জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে।" (*যেরেমিয়া ৩:১৫*)। পরমেশ্বরের এই প্রাবক্তিক উক্তি সেমিনারীর বিগত ৫০ বছরে কার্যকর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেরেমিয়ার কথার মধ্যে আমরা আজ শুনতে পাচ্ছি ভাবী প্রতিশ্রুতি ও নতুনের আহ্বান।

সাম্প্রতিকালে আমরা জগতে ও মণ্ডলীতে বিচিত্র ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি; সেখানে দেখছি নতুন বিষয়, নতুন ধারণা, নতুন আহ্বান; আসলে কিন্তু তা অতি পুরাতন, মঙ্গলসমাচার মূর্তায়নের জন্য আনন্দময় আহ্বান। আর এই প্রসঙ্গে: "আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মতো পালকদের দেব, তারা সদ্জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চড়াবে" (*যেরেমিয়া: ৩:১৫*) -- যেরেমিয়ার এই বাণী আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রাবক্তিক বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।

মণ্ডলীকে নবায়ন করার ভাবনা এসেছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে -- যার সূচনা হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। আজ ষাট বছরের ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারী পঞ্চাশ বছরের পথচলা অতিক্রম করেছে। এই সুবর্ণ জয়ন্তী-লগ্নে দাঁড়িয়ে, বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কাছ থেকে এই উক্তি শুনছি: "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে

হবে।" এই উদ্দেশে তিনি ডাক দিয়েছেন "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী" গড়ার কাজে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যিশুর মঙ্গলসমাচার হবে সবার জন্য একমাত্র চলার পথ। মঙ্গলসমাচারপ্রসূত হবে সবার জীবন, মঙ্গলবাণীর আনন্দময় ঘোষণা হবে তাদের একমাত্র মিশন। এই মিশনের লক্ষ্যে মণ্ডলী একসঙ্গে পথ চলবে। মণ্ডলীকে হতে হবে মিলন-সমাজ -- অন্যান্য মণ্ডলী ও ঐশজগণকে নিয়ে মিলন-সমাজ এবং যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনের মিলন-সমাজ। বর্তমান সময়ে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন তা ব্যক্তি ও সমবেতভাবে, ধ্যানে ও প্রার্থনায়, আত্মিক অবধারণের মাধ্যমে সবাই তা শ্রবণ করবে। মিলন-সমাজে সবার অংশগ্রহণে মণ্ডলী একসঙ্গে পথ চলবে। ধর্মপাল-যাজক-সন্ন্যাব্রতী-ভক্তজনগণ -- তাদের আপন আপন মর্যাদা ও মিশন অনুসারে অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে সহযাত্রী হবে।

এই ধরনের মিশনধর্মী ও অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলীকে গঠন করতে হলে যে-ধরনের যাজক প্রয়োজন হবে, তার ইঙ্গিত পাই যেরেমিয়া প্রবক্তার মুখে, অর্থাৎ যাজক হবেন পরমেশ্বরের "হৃদয়ের মতো পালক" সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা, তারা "সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধিতে চারণ করবে" -- হৃদয়ের মতো উত্তম মেষপালকের বৈশিষ্ট্য।

পোপ ফ্রান্সিস সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যাজকদের পরিচয় আরও বাস্তব করে বলেছেন যে, "তাদের গায়ে থাকবে মেষের গন্ধ", তারা হবেন "ক্লারিকালিজম" থেকে মুক্ত, তারা হবেন পা-ধোয়ানোর কাজে নিয়োজিত সেবাকর্মী-কর্তৃপক্ষ।

যাজক হবেন মঙ্গলসমাচার-বোধী ব্যক্তি; তিনি হবেন দীন-দুঃখী, পাপীতাপী, হারিয়ে-যাওয়া, পিছিয়ে-পড়া এবং দুর্ভাগাদের দরদী বন্ধু; তিনি হবেন ক্ষমাদানকারী সেবক, মিলন-সাধক ও শান্তি স্থাপক; তিনি হবেন প্রকৃতি- প্রেমিক, অভিবাসীদের সহযাত্রী, শিশু ও নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষাকারী সেবক। সংক্ষেপে তিনি হবেন "সিনড-বিশিষ্ট" মণ্ডলীর যাজক।

যাজকদেরকে পরমেশ্বরের "হৃদয়ের পালক" হতে হলে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, প্রথমেই প্রয়োজন "পরিবর্তন" চিন্তাধারার কাঠামো পরিবর্তন এবং হৃদয়ের পরিবর্তন।

তাই প্রিয়জনেরা, সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে, আমরা সকল ফসল-প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের জয়কীর্তন করি, নম্রভাবে স্বীকার করি অতীতের সকল অযোগ্যতা এবং ভবিষ্যত যাজক হওয়া ও যাজকীয় গঠনকাজে সিনড-প্রক্রিয়ায় পথচলার অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করি।

পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের কথা অনুসারে পবিত্র আত্মা সেমিনারী হয়ে উঠুক "School of the Gospel", "যিশুর মঙ্গলসমাচারের শিক্ষালয়"। এ মহৎ কাজে ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন। আমেন।

খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ
পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী সুবর্ণ জয়ন্তী
১৯ এপ্রিল, ২০২৪

বাংলাদেশ মণ্ডলীর অন্যতম সম্পদ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'র সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

প্রতিবেশী ডেস্ক: জুবিলী বা জয়ন্তী উৎসব হলো মূলত আনন্দ, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। ৫০ বছরের পথযাত্রায় ইতিহাস-ঐতিহ্য, অর্জন-অবদান ও গৌরবের বিচিত্রময় অনুভূতির প্রকাশের এক মাহেন্দ্রক্ষণ সুবর্ণজয়ন্তী। ২৩ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোপিত 'জাতীয় উচ্চ সেমিনারী' বীজটি সময়ের পরিক্রমায় ও প্রয়োজনে 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী' নাম ধারণ করেছে। দেখতে দেখতে ৫০টি বছর পার করে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী আপন সৌরভ বিতরণ করে পালন করছে সুবর্ণজয়ন্তী। বাংলাদেশ মণ্ডলীর অন্যতম সম্পদ পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীর জাঁকজমকপূর্ণ সুবর্ণ জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠান নিয়ে এ বিশেষ প্রতিবেদন।

১৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বনানীতে অবস্থিত বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজের একমাত্র উচ্চ সেমিনারী 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী' প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী শত সহস্র জনগণ নিয়ে ঈশ্বর বন্দনায় ও আনন্দ গানে পালন করা হয়। বাংলাদেশের একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২৫০ জন যাজক, ব্রাদার ও সিস্টার, বর্তমান সেমিনারীর সকল ছাত্র এবং অন্যান্য গঠন গৃহ থেকে সেমিনারীয়ান এবং প্রায় ৩০০ জন খ্রিস্টভক্ত। সকলের অংশগ্রহণে জুবিলী অনুষ্ঠান মহা-সমারোহে পালিত হয়। জুবিলী অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে পবিত্র আরাধনা অনুষ্ঠান করা হয়। আরাধনায় শাস্ত্রবাণী পাঠের পরে নিজ জীবন সহভাগিতা করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেনিটিনু সিএসসি।

শুক্রবার ১৯ এপ্রিল সকাল ৮:৩০ মিনিটে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এবং সেমিনারীর বর্তমান পরিচালক ফাদার পল গমেজের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সেইসাথে জুবিলীর স্মারক উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হয়। এরপর যাজকগণ, বিশপগণ, আর্চবিশপদ্বয়, পুণ্যপিতার প্রতিনিধি, মহামান্য কার্ডিনাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে গির্জায় প্রবেশ করেন।

সকাল ৯টায় জুবিলীর মূল অনুষ্ঠান পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয় কার্ডিনালের পৌরহিত্যে। তার সাথে ছিলেন ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল; আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই; আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি; বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ জেমস রমেন বৈরাগি, বিশপ পল পনেন কুবি, বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও ও ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ (বিশপ মনোনীত)। এছাড়াও দুই শতাধিক যাজক, বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তসহ মোট ৭৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে ৫০ বছর জুবিলী উদ্‌যাপনের চিহ্ন হিসেবে ১০ টা মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। বিশপ, যাজক, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও সেমিনারীর উপকারী বন্ধুগণ সবার প্রতিনিধিরূপে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে মহামান্য কার্ডিনাল পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরের একটি মহাদান ও অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেন এবং একে বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর হৃদয় হিসেবেও আখ্যায়িত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী স্থানীয় হয়ে ওঠার যাত্রায় রয়েছে। এ সেমিনারী থেকে শিক্ষা নিয়ে মণ্ডলী পরিচালনায় সেবাময় নেতৃত্ব দিচ্ছে যাজকগণ, সন্ন্যাসব্রতী ও সন্ন্যাসব্রতিনীগণ। তাই কার্ডিনাল মহোদয় আহ্বান করেন, এখানকার শিক্ষার্থীরা যেন উত্তম মেষপালকের আদর্শ অনুসরণ করে মেষের গাঁয়ের গন্ধ নিতে জানে এবং সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ে তুলতে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।

পবিত্র খ্রিস্টযাগ আরো অংশগ্রহণমূলক করে তোলার জন্য সাঁওতালি, উঁরাও, মান্দি, ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষায় উপাসনা সংগীত গাওয়া হয়। খ্রিস্টযাগের পরে সকল বিশপগণ, যাজকগণ একসাথে ছবি তোলেন এবং পরবর্তীতে বিশেষ জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে, সকাল ১১:৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা মিলনায়তনে বিশপগণ ও যাজকগণ স্মৃতিচারণ ও তাদের প্রত্যাশা সহভাগিতা করেন। বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, এপিসকপাল সেমিনারী কমিশনের সভাপতি, তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, 'Jubilee is the sacred time that go back to the origin that is to the intentions, plan, and purpose and the will of God with regard to the dignity and right to the every human being and the relationship among all preachers.' স্বাগত বক্তব্যের পর জুবিলী উৎসবের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাজশাহীর বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি বলেন বলেন, 'দর্শনতত্ত্ব ও ঐশতত্ত্বের উপর গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দানের সময় শিক্ষকগণ যেন বাংলায় শিক্ষা দেন যাতে দর্শনতত্ত্ব ও ঐশতত্ত্ব বিষয়ের উপর

গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশিত হয়।' পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ ক্যাভিন রান্ডল বলেন, 'A seminary is the place, there seeds are planted. Seminary is the house of discipline and intellectual development but it goes much deeper. He shared three important categories, 1. Formation 2. Open heart and 3. Witnessing."

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, সিবিসিবির সভাপতি, তার বক্তব্যে বলেন, সেমিনারীয়ানদের পরিত্রাণের আলোকে মানব সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করতে শিখতে হবে এবং মানব জীবনের ঘটনার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চিরন্তন সত্য প্রয়োগ করতে হবে।"

বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, সিবিসিবি-র সেক্রেটারী জেনারেল তার জুবিলী বার্তায় বলেন," আমাদেরকে প্রভুর ওপর আস্থা রেখে ও তাঁর ওপর গভীর বিশ্বাস রেখে আগামী দিনের জন্য গড়ে উঠতে হবে।"

অনুষ্ঠানে প্রথম দিকের ছাত্র হিসেবে স্মৃতিচারণ করেন ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু। তিনি তাদের শুরুর দিকের স্মৃতিবিজরিত ঘটনা ও ইতিহাস তুলে ধরেন এবং বর্তমান ছাত্রদের জন্যে কিছু দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। মূল বক্তব্য উপস্থাপনের পর ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু'র গ্রন্থণায় ও পরিচালনায় প্রামাণ্য দলিল 'গৌরবে সৌরভে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী' প্রদর্শিত হয়। অতপরঃ জুবিলী উপলক্ষে **'প্রজ্ঞাপ্রবাহ'** নামক স্মরণিকাটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপরে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় অংশে, দুপুরের প্রীতিভোজে যাজক, প্রাক্তন সেমিনারীয়ান ও আমন্ত্রিত অতিথিরা একসাথে অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ৩টায় শুরু হয় জুবিলীর আনন্দের অন্যতম অনুষঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মনোজ্ঞ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় সুবর্ণজয়ন্তীর থিম সং-এর সাথে উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে এই থিম সং টি রচনা করেছেন সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপক ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং কণ্ঠ দিয়েছে সেমিনারীর বর্তমান ছাত্ররা। পরিশীলিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্নস্থানের শিল্পী ও সেমিনারীয়ানগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অনিমা মুক্তি গোমেজও এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনসহ গান পরিবেশন করেন। সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল ফাদার লিন্টু কস্তার জাদু প্রদর্শন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে মহামান্য কার্ডিনাল ছোট প্রার্থনা পরিচালনা ও আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

বনানী সেমিনারীর এই ৫০ বছরের সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে এসে ফাদার, সিস্টার ও কয়েকজন প্রাক্তন সেমিনারীয়ান তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

ফাদার যোহন মিন্টু রায়ঃ গত ১৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পালিত হয়েছে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। এই সেমিনারীর একজন গর্বিত প্রাক্তন সেমিনারীয়ান এবং বর্তমান যাজক হিসেবে সেই ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত ও আনন্দিত। মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠেছে শত-সহস্র মধুর স্মৃতি। অনেক বন্ধু-সহপাঠী যারা আমার সাথে ছিল কিন্তু যাজক হতে পারেননি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাকে দিয়েছে অনেক আনন্দ। অনেকজন সহপাঠী ফাদার বা যারা আমার সাথে গঠন লাভ করেছে আমার সিনিয়র বা জুনিয়র তাদের সাথে সাক্ষাৎও আমাকে দিয়েছে অফুরান আনন্দ ও প্রেরণা । সেমিনারীর প্রতিটি কর্ণার, গাছ-পালা, চ্যাপেল যেন আমার সাথে পরিচিত, যেন আত্মার-আত্মীয়। এদিনের সাজ-সজ্জা, উপাসনা, টিফিন, খাবার, সেমিনারীয়ান, পরিচালক ও অন্যান্যদের আন্তরিকতা সবই ছিল দারুণ সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য। তাই আমার হৃদয় হয়েছে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ।

জুবিলীতে এই সেমিনারীর সন্তান অনেক যাজকই উপস্থিত ছিলেন না, আমার প্রত্যাশা ছিল সকল যাজক উপস্থিত থাকবেন।

মাতৃরূপী এই গঠনগৃহ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী হয়ে উঠুক-যাজকপ্রার্থীদের গঠনের আরো বেশি ফলদায়ী প্রতিষ্ঠান এবং গঠনপ্রার্থী ও যাজকগণের সকলেরই জন্যে মণ্ডলীর প্রকাশনা ও গবেষণার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান।

সিস্টার পুষন বার্থা আরএনডিএমঃ পবিত্র আত্মা সেমিনারীর একজন প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এখানে পড়াশোনা করে আমার ভিতরে এক ধরনের ঐশরিক শক্তি অনুভব করছি। এটি বাংলাদেশ মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় গঠন গৃহ যেখানে অনেক ফাদার, ব্রাদার, এবং সিস্টারদের শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়াও দেওয়া হয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা। অনেক সহপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাকে দিয়েছে অনেক আনন্দ। এদিনের সাজ-সজ্জা, উপাসনা, টিফিন, খাবার, সেমিনারীয়ান, পরিচালক ও অন্যান্যদের আন্তরিকতা সবই ছিল দারুণ সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য। তাই আমার হৃদয় হয়েছে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। জুবিলী খ্রিস্টযাগ ছিল মনোমুগ্ধকর। বিভিন্ন ভাষার উপাসনার গানগুলো খ্রিস্টযাগকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। ঐ খ্রিস্টযাগে ২ শতাধিক যাজক ও বাংলাদেশের সকল বিশপদের উপস্থিতি ছিল। মধ্যাহ্নভোজ, টিফিন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোও বেশ সুন্দর ও অর্থপূর্ণ ছিল।

প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করি, আগামী দিনে এই সেমিনারী যুগোপযোগী গঠন ও শিক্ষা দিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করুক! এই সেমিনারীর প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সর্বদা বিরাজ করুক।

ডিউক পি. রোজারিও প্রাক্তন সেমিনারীয়ান (১৯৯০-১৯৯৫) সেমিনারীর ৫০ বছরের জুবিলী উপলক্ষে আমি প্রাক্তন সেমিনারীয়ান হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অবশ্য ৫০ বছরের জুবিলী উপলক্ষে বিভিন্ন কমিটির মধ্যে আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল মূল কমিটি এবং অর্থ-উপকমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করার। সেমিনারীর ৫০ বছরের সুবর্ণ জুবিলী করতে গিয়ে অনেক সীমাবদ্ধতা (Limitation) থাকা সত্বেও জুবিলী অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট সুন্দর ও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হলো ২৯ বছর পর আমার গঠনগৃহে অর্থাৎ সেমিনারীতে গিয়ে আমার অনেক ভালো লেগেছে; বিশেষভাবে এতজন ফাদার বন্ধুদের পেয়ে আমি কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে পরেছিলাম। একসাথে বন্ধুদের পেয়ে আনন্দ করেছি, নিজেদের ভাবের আদান-প্রদান করেছি।

জুবিলী খ্রিস্টযাগ অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুন্দর হয়েছে। বিভিন্ন ভাষার উপাসনার গানগুলো খ্রিস্টযাগকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। ঐ খ্রিস্টযাগে ২ শতাধিক যাজক ও বাংলাদেশের সকল বিশপদের উপস্থিতি ছিল। মধ্যাহ্নভোজ, টিফিন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোও বেশ সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছিল।

এই জুবিলী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেমিনারীর প্রাক্তন সেমিনারীয়ানদের আরো সংগঠিত করা যেত বলে আমি মনে করি। প্রাক্তন সেমিনারীয়ানদের সংখ্যা অনেক তাই তাদের একত্রিত করতে পারলে তারা মণ্ডলীতে অনেক ভালো কাজে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রাক্তন সেমিনারীয়ানদের মধ্যে থেকে মাত্র ২৫ জনকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, যার ফলে যারা দাওয়াত পায়নি তারা একটু কষ্ট পেয়েছে। তাছাড়া আমি মনে করি মণ্ডলীতে এইরকম বড় বড় (বিশেষ করে সেমিনারী) অনুষ্ঠানগুলোতে সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ করে দিতে পারলে আরো অর্থপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি। এতে করে খ্রিস্টভক্তেরা ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হওয়ার জন্য তাদের সন্তানদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে পারবে। এছাড়াও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের Synodal Church বা একসাথে পথচলার মূলভাবটি আরো প্রকাশিত হবে।

কর্ণেলিউশ টুডু (প্রাক্তন সেমিনারীয়ান) : পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর ৫০ বছর জুবিলী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সেমিনারীয়ান হিসেবে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই খুশী। বিগত ৫০ বছরের যাত্রা ও ইতিহাস শুনে ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা ও অনুগ্রহ উপলব্ধি করেছি। আমার কাছে এই জুবিলী অনুষ্ঠান ছিল বৈচিত্রতা ও ঐক্যতার এক মিলন মেলা। বিশেষ করে এতগুলো যাজককে একসঙ্গে দেখে মনে মনে মা তুল্য এই সেমিনারীকে বলেছি 'মা, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীকে যোগ্যভাবে পরিচালনা, পরিচর্যা ও সেবা করার জন্য তুমি এতো সন্তানকে তৈরী করেছ? তোমাকে ধন্যবাদ'। আমার কাছে এই জুবিলী বাংলাদেশ

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চালনাই সড়কে বোয়াল মাছ

মিল্টন রোজারিও

– **সু**শীলদা। ও সুশীলদা বাইত্তে আছো নিকি?

সুশীল গমেজ ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ইউটিউবে ভারতীয় পুরনো দিনের গান শুনছিলেন। পুরনো দিনের হিন্দী গানগুলো তিনি খুব পছন্দ করেন। সুশীল যখন তার প্রিয় একটি গান "এক পরদেশী মেরা দিল লে গায়া, যাতে যাতে মিঠা মিঠা গাম দে গায়া" শুনছিলেন, তখন কে যেন বাইরে থেকে তাকে ডাকছিল। পাশের রান্নাঘর থেকে তার স্ত্রী রমলা সেই ডাক শুনে সুশীলকে বলে,

- এই যে হুনছ। কুতায় গেছ? ঘরে বইয়্যা বইয়্যা খালি গান হুন। আর বাইরে যে কি অয় হুনও না।

বৌয়ের কথা শুনে সুশীল বলে,

- ক্যা, কি অইছে?
- বাইরে বাইর অইয়্যা দেহ, কেডা জানি তুমারে ডাকপারে।
- কেরা? (এবার সুশীল তার গলার স্বরটা একটু উঁচুতে তুলে বলে) কেডা ডাক পারে?
- আমি হেনডী।

হেনডী নাম শুনে সুশীল বাহিরে আসে। দেখে হেনডী বাড়ীর পথে দাঁড়িয়ে আছে।

- আরে হেনডী বাই! আহ! বাইত্তে আহ।
- আগে তুমার গেট খুল।

সুশীল ঘর থেকে বের হয়ে বাহিরের গেইটি খুলে দিয়ে বলে,

- তারপরে, কি মনে কইর‍্যা হেনডী বাই।
- আইল্যাম। বাইত্তে বইয়্যা আছিল্যাম। বইয়্যা থাকতে থাকতে আর বালা লাগে না। কয়দিন দইর‍্যা যে বৃষ্টি শুরু অইছে না। কুনহানে যাইব্যার উপায় নাই। এই বৃষ্টিতে বাজারে যাইব্যারও ইচ্ছা করে না।
- হ। ঠিকই কইছো। নও ঘরে গিয়্যা বহি।
- ইট্টু পানি দেও। পাওডা দুমু। তোমার বাড়ীর পতে পানি জইম্যা নইছে। ক্যাদা পানিতে ইট্টু অইলে আছাড় খাইছিল্যাম।
- কও কি! তুমার সেন্ডলও তো দেহি ছিড়্যা গেছে। খাড়ও আমি পানি নিয়্যা আহি।
- চা খাইব্যা? না কফি খাইব্যা?
- নাহ্। এই মাত্র চা খাইয়্যা বাইর অইছি।
- আরে ইট্টু চা খাইলে কিছু অইবো না। স্পেশাল গরম মশলার চা।
- সুশীলদা তুমার ঐ বুয়াল মাছ দরার গল্পডা আইজক্যা হুনবার আইছি। বৃষ্টির মদ্যে বাইত্তে বইয়্যা আছিল্যাম। ভাবলাম যাই সুশীলদার নগে গিয়্যা ইট্টু গপ্প করি গ্যা। তাই চইল্যা আইল্যাম।

সুশীল গমেজ হেনডীর এই কথা শুনে মনে মনে হাসে। ভাবে সেই কবেকার কথা। সেই সব দিনের কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। আজকালকার ছেলেপুলেরা এই সব কথা শুনলে বলবে গপ্প করে। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কথা। এই সময় নদীতে খালে-বিলে নতুন পানি আসতে শুরু করে। নতুন পানির সাথে কত রকমের নতুন নতুন মাছ। মানুষজন জাল, জুতি, টেটা, জ্যালা দিয়ে, আরো কত ভাবে বড় বড় বোয়াল, রুই, কাতলা মাছ ধরেছে। আর আজকাল এলাকার খাল-বিল নদীতে কোথায়ও বড় মাছ পাওয়া যায় না। মাছ এখন চাষ করে খেতে হয় আমাদের। কি দিনকাল এসেছে। এই প্রজন্ম রূপালী মাছের সেই লাফালাফি দেখতেই পেলনা। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সুশীল গমেজ বলে,

- বুয়াল মাছের গল্প আইজক্যা সত্যিই গপ্প অইয়্যা গেল। জান হেনডীবাই, আইজক্যা সকালে কালা জেউল্যা মাছ নিয়্যা আইছিল।
- তাই নিকি? আমাগো ঐহিনে যায় নাই তো!
- অনেক দিন পরে এমুন টাটকা ফালপাড়া মাছ রাখলাম। মিলিন্যা-ঝিলিন্যা সব মাছ। এমুন ফ্রেস মাছ দেখলেই কিনব্যার মন চায়। মুটামুটা কেইলক্যা মাছ দেইক্যা খুব লোভ লাগছিল। এক কেজির উপ্‌রে আইবো। সব রাইখ্যা দিলাম। জান হেনডীবাই, এই কেইলক্যা মাছ দেইক্যা ছুটবেলার কতা মনে পইড়্যা গেছিল। ছুটবেলায় টেটা দিয়া গাঙ্গের পাড়ে কত কেইলক্যা মাছ মারছি। কেইল্যা মাছ মাইর‍্যা দুষ্টামী কইর‍্যা আরেকজনরে কইত্যাম, মাছের নেজ দর, দেখবি মাছে আতে আড্ডা দিবো। আর হ্যা যুদি মাছের নেজ দরতো, ব্যাস, কেইলক্যা মাছ মাতা গুরিয়্যা দিতো আতে কামুর। হা-হা-হা। অহনে এই সব কতা মনে অইলে হাসি পায়।
- হাঁচাই কইছ সুশীলদা। আমরাও এমুন কত শয়তানকি করছি ছুটবেলায়। তা তুমার মাছের দাম কত নিছে কালা?
- সখের আর পছন্দের মাছের আবার দাম আছে নিকি। তয় খুব বেশি দাম নেয় নাই কালা। যা আছিল সব মিলিয়্যা তিন কেজির একটু বেশি মাছ আছিল। সাত'শ ট্যাকা দিছি। আরো এক'শ ট্যাকা চাইছিল।
- তয় তো বালই অইছে।

এমন সময় সুশীলদার স্ত্রী একটি খাদায় কেইলক্যা মাছগুলো এনে হেনডীকে দেখায়। হেনডী মাছ দেখে বলে,

খুব সুন্দর মাছ তো। বেশ বড় মুটামুটা কেইলক্যা। এগুনি দিয়া ভাজাকারী নান্দ বৌদি।

হ ভাজাকারীই নানবার নইছি। বহ বাত খাইয়্যা যাইও নে।

না বৌদি। বাইত্তে কিছু কইয়্যা আহি নাই। এহিনে খাইয়্যা বাইত্তে গেলে খবর অইয়্যা যাইবো।

এই কথা বলে হেনডী হাসতে থাকে। সুশীল ততক্ষণে দুই গ্লাস লেবুর শরবত আর চানাচুর নিয়ে এসে বসে। বলে,

- আরে কিছু অইবো না। বহ টাটকা কেইলক্যা মাছের ভাজাকারী নানবার নাকছে তুমার বৌদি, খাইয়্যা যাইও নে।

এমন সময় হেনডীর মোবাইল ফোনটি বেজে ওঠে। হেনডী বুঝতে পারে তার স্ত্রী কল করেছে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটি বের করে ডান হাতে নিয়ে কানের কাছে ধরে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে বলে ওঠে,

- কুতায় তুমি?
- আমি তো সুশীলদার বাইত্তে। ক্যা?
- আইপ্যার সমে রিচার্ডের দোকান থেইক্যা নুন, ত্যাচপাতা, অলদির গুড়া আর এক প্যাকিট মোমবাতি নিয়্যা আইও।
- আইচ্ছা। ও হ, হুন।
- আবার কি অইলো?
- বৌদি কেইল্যা মাছের ভাজাকারী নানবার নইছে। আমারে এহিনে বাত খাইয়্যা যাইব্যার কইব্যার নইছে।

- হ ঢঙ্গের কতা কইও না। আমি যে নানছি এগুনি কেরা খাইবো? শিগগির আইও। আমার নান্দা অইয়্যা গেছে।
- কেরা ফুন দিছিল, বৌদি নিকি? কি কয়?
- হ। কি আর কইবো। কয় শিগগিরে বাইত্তে যাইব্যা। সুশীলদা, আইজক্যা আর বহুম ন্যা। তুমার বুয়াল মাছের গল্পও আর হুনা অইলো না আইজক্যা। অহনে যামু রিচার্ডের দুকানে। নুন, ত্যাচপাতা, মোমবাত্তি আরো জানি কি কি নিব্যার কইলো। দেহিগ্যা, রিচার্ড আবার দুকান বন্ধ কইর‍্যা ফালাইবো নে। আইজক্যা চাইরড্যার সমে আবার ন্যাজার আছে বাইত্তে। আইও কিন্তু।
- হ। আমি তো সব মঙ্গলবারই তুমাগো বাইত্তে যাই ন্যাজার করবার। অহনে রইদ উঠছে। বিয়্যালডা বালই যাইবো মনে অয়।
- হ বৃষ্টিতে আর বালা নাগে না। জৈষ্ঠ্য মাস আইলেই খালি বৃষ্টি। এই বৃষ্টি এই রইদ। আর রইদ ও তো। চিমটিন্যা রইদ। গরতে ইংগে।
- হ এই সমে আবার গরে গরে মানুষের জ্বর-জারিও অইব্যার নইছে। সাবধানে থাকা বালা।
- হ গেলাম সুশীলদা।
  এমন সময় রমলা বৌদি একটি বাটি হাতে এসে হেনডীকে বলে,
- ইট্টু খাড়ও হেনডি বাই। এই বাটিড্যা নিয়্যা যাও।
- কি আছে এই বাটিতে?
- আরে বাইত্তে গিয়্যা দেইকো।

হেনডি হাত বাড়িয়ে বৌদির হাত থেকে বাটিটি ধরতেই একটু গরম গরম অনুভব করে। বলে,

- হ বুচছি। কেইক্যা মাছের ভাজাকারী।
  এই কথা বলেই হেনডি হাসতে থাকে।
- আহি সুশীলদা। আহি বৌদি।
- হ যাওন নাই, আবার আইও।
  হেনডী চলে যাবার পর সুশীল গমেজ গেট বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে। মনে মনে ভাবে, হেনডীকে একদিন এই বোয়াল মাছ মারার গল্পটা ভালমত বলতেই হবে।
  আমার বয়স তখন কত হবে? ষোল কি সতের। রাত তখন প্রায় দেরটা কি দুইটা হবে। ধাপারী খালের মুখে আমরা পুরোটা খাল বানা দিয়ে বেড়া দিয়ে আটকিয়ে দিয়েছি। খালের মাঝখানে কোমড় পানি হবে। দুই পাড়ে আমরা দুইজন বান্দু ভাই আর আমি জুতি নিয়ে বসে আছি। পাশে টিমটিম করে হারিকেন বাতি জ্বলছে। অন্ধকার রাত। জোনাকী পোকারা নদীর ওপারে থোকায় থোকায় জ্বলছে আর নিভছে। বান্দুভাই বসে বিড়ি খাচ্ছে। একটি চিকা চিকচিক করতে করতে আমার পায়ের কাছ দিয়ে চলে গেল। আমি জুতি নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে বানার দিকে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখি বানা একটু পর পর নড়ে উঠছে। আমি শক্ত হাতে জুতিটা সেই নড়ার দিয়ে তাক করে বসে আছি। আর একচু জোড়ে নড়েচড়ে উঠলেই মারবো কোপ। এই কথা যেই ভাবা সেই কোপ। এক লাফে আমি জুতি নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছি। সাথে সাথে বান্দুভাইকে ডাক দিলাম। বান্দুবাই জলদি আসো গাঁথছি একটা। বান্দুভাইও সাথে সাথে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মাছটির কানসায় হাত ঢুকিয়ে ধরে ফেললো। মাছটি নিয়ে পাড়ে উঠে আমাকে বললো, সাব্বাস বেটা। কাজ হয়ে গেছে আজকে। এটা রাখ। শোন, আরো একটা আছে, এর জোড়াটা। আমরা আবার বানা ঠিক করে চুপচাপ বসে রইলাম। এই কথা বলে, বান্দুভাই তার জায়গায় গিয়ে বসে আরো একটি বিড়ি ধরালো। আমি বান্দুভাইয়ের কথা মত বানা ঠিক মত পেতে চুপচাপ বসে রইলাম। প্রায় আধা ঘন্টা পরে এবার বান্দুভাই তার জুতি নিয়ে ঝাঁপ দিল পানিতে। এবার আমি টেরও পেলাম না। কোন দিক দিয়ে মাছটি এলো। কামানের গোলা মিস হতে পারে, কিন্তু বান্দুভাইয়ের জুতির কোপ মিস হবে না। যাক, দু'টি একই সাইজের বোয়াল মারলাম আমরা। খুশীতে আমি বললাম, বান্দুভাই আজকে আমাদের যাত্রা সফল হয়েছে। কি বলো? হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। এবার আমাদের ফেরার পালা। বান্দুভাই বললো, এত বড় বড় মাছ এখন বাড়ীতে নিবো কি ভাবে? একটা শক্ত বাঁশ হলে ভালো হতো।
  আমরা যে বাড়ীর ঘাটে বসে মাছ মারছিলাম, সেই বাড়ীর উঠানের জাঙলা থেকে আমি একটি শক্ত বাঁশের টুকরা নিয়ে আসলাম। বান্দুভাই বাঁশটি দেখে খুব খুশী হলো। সেই বাঁশে মাছ দু'টি শক্ত করে বেঁধে আমরা বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হলোম। ইক্রাশী যেতে আমরা চালনাই সড়ক পথে হেঁটে যাচ্ছি। এখনকার মত রাস্তাঘাট এমন কি এত গাড়ী, ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান কিছুই ছিল না সেই সময়ে। বান্দুভাই বললো, সুশীল দাঁড়া, একটু জিড়িয়ে নেই। মাছ দু'টি বেশ ভারী। আমরা বোয়াল মাছ দু'টি মাটিতে নামিয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। বান্দুভাই একটা বিড়ি ধরালো। আমি সেই ফাঁকে প্রস্রাব করতে একটু দূরে বসে গেলাম। প্রস্রাব করে এসে মাছের দিকে তাকিয়ে দেখি কে যে মাছের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। আমি বান্দুভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, বান্দুভাই! মাছের এই অবস্থা কেন? এত বড় বড় দুইটা বোয়াল মাছ ধরলাম। কেরা খাইলো এক মুহূর্তে মাছ দুইড্যা? আমার গায়ে তখন কাঁটা দিয়ে উঠলো এক অজানা ভয়ে। একটা মাছ মারলাম আমি নিজে জুতি দিয়ে। তার একটু পর আরো একটা মাছ মারলো বান্দুভাই। ওই একই সাইজের প্রায় আড়াই হাত হবে একেকটা বোয়াল। দুইজনে বাঁশ দিয়ে বেঁধে কাঁধে করে আনতে পারছিলাম না দুইটা মাছ। রাত তখন আনুমানিক তিনটা সাড়ে তিনটা হবে। বান্দুভাই আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বললো,

- মাছ কেরা খাইলো মানে! কছ কি!!
  বান্দুভাই হাতের বিড়িটা ফেলে সাথে সাথে হারিকেন দিয়ে মাছ দু'টি দেখলো। আমাকে বললো,
- ডরাইছচ নিকি?
  আমার তখন ভয়ে শরীর কাঁপছিল। তবুও সাহস নিয়ে বললাম,,
- না। ডরাই নাই।
- মেওছ্যা বুত। বুচ্ছত, এইড্যা মেওছ্যা বুত। ওরা এমুন কইর‍্যাই মাছ খায়। এর আগেও আমার অনেক মাছ খাইছে এই মেওছ্যা বুতে। পরথম পরথম আমিও ডরাইত্যাম। তর মতন ছুট আছিল্যাম যে সমে। অহনে বুইঝা গেছি, তাই আর ডরাই না। তারপরে আমি আমার গুরুর কাছে থেইক্যা একটা মন্ত্র হিখছিল্যাম। যা আর মাছ খাইবো না। আমি কাম হাইর‍্যা ফালাইছি। আমারই বুল আইছে রে সুশীল। আগে যুদি এই কামডা করতাম, তাইলে আর মাছ খাইবার পারতো না মেওছ্যা বুতে।
- বান্দুবাই আমি তো বুতেরে মাছ খাইতে দেখলাম না। কুন সমে খাইলো?
- তর দেহন নাগব না। ঐদেখ একটা কালা বিলাই যাইব্যার নইছে।
  চাঁদনী রাত। চতুরদিক এই গভীর রাত্রিতে ঝাঁপসা দেখা যাচ্ছে। দেখলাম একটি কালো মোটাসোটা বিড়াল রাজকীয় চালে হেলেদুলে আমরা যে দিক থেকে এসেছিলাম, সেই দিকে চলে যাচ্ছ। বান্দুভাই বললো,
- মাছ যে টুক আছে হেইটুক নিয়্যাই ন বাইত্তে যাই।
- বাইত্তে গেলে যদি মায় জিগ্যায় মাছ কুতায়? কি কমু?
- কইবি আইজক্যা মাছ পাই নাই। একটা ছুট বুয়াল পাইছিল্যাম। বান্দুবাই নিয়্যা গেছে।
- ঠিক আছে। নও বাইত্তে যাই॥ ৯০

আলোচিত সংবাদ

থাইল্যান্ড সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী

থাইল্যান্ডে ছয় দিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রেথা থাভিসিনের আমন্ত্রণে গত ২৪ এপ্রিল বিকেলে ব্যাংককে পৌঁছেন শেখ হাসিনা। ডন মুয়াং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫২ বছরে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান পর্যায়ের প্রথম সফর ছিল এটি। শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রতিবেশী' নীতির ওপর বৃহত্তর মনোনিবেশের অংশ হিসেবেই তার এই সফর। আর এ সফর দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নবায়নের চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে। সফরের দ্বিতীয় দিন ২৫ এপ্রিল জাতিসংঘের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনইএসসিএপি) ৮০তম অধিবেশনে যোগ দেন বাংলাদেশ সরকারপ্রধান। ওই অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে যুদ্ধকে 'না' বলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা।

একই দিন প্রধানমন্ত্রী থাইল্যান্ডের রাজপ্রাসাদে দেশটির রাজা ভাজিরালংকর্ন এবং রানী সুথিদার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ২৬ এপ্রিল গার্ড অব অনার প্রদানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রেথা থাভিসিন। এরপর থাইল্যান্ডের গভর্নমেন্ট হাউসে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। তাদের উপস্থিতিতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে পাঁচটি নথি সই হয়। এর মধ্যে একটি হল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) আলোচনা শুরুর জন্য 'লেটার অব ইনটেন্ট' বা অভিপ্রায় পত্র। এছাড়া সরকারি পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি, জ্বালানি সহযোগিতা, শুল্ক বিষয়ে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা এবং পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক রয়েছে এর মধ্যে। শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট হাউসে থাই প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মধ্যাহ্নভোজেও যোগ দেন। সেখানে তিনি বলেন, এই সফর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

দেশে ৭৬ বছরের মধ্যে রেকর্ডভাঙা তাপপ্রবাহ

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, এবার এই এপ্রিল মাসে টানা যত দিন তাপপ্রবাহ হয়েছে, তা গত ৭৬ বছরে হয়নি। গত বছর (২০২৩) একটানা ১৬ দিন তাপপ্রবাহ হয়েছিল। এবার তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে ১ এপ্রিল থেকে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের কাছে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সর্বোচ্চ তাপপ্রবাহের উপাত্ত আছে। সেটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর আগে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ২০ দিন তাপপ্রবাহ ছিল, তবে তা টানা ছিল না। কিন্তু এবার টানা ২৬ দিন তাপপ্রবাহ হলো।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মানচিত্র অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি উষ্ণতার বিপদে থাকা ২১ জেলা হচ্ছে সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও বাগেরহাট। বাকি জেলাগুলো কিছুটা কম গরমের ঝুঁকিতে রয়েছে। আর দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ গরমের কারণে নানা মাত্রার ঝুঁকিতে বসবাস করছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক প্রথম আলোকে বলেন, চলতি মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে টানা তাপপ্রবাহের রেকর্ড ভেঙেছে। আবার এই মাসের গড় তাপমাত্রাও আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে। 'দেশের ইতিহাসে উষ্ণতম মাস আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। তবে ২ মে বৃষ্টি শুরু হয়ে তা চার-পাঁচ দিন থাকতে পারে। এতে উষ্ণতা কমবে। আর বৃষ্টি চলে যাওয়ার পর আবারও তাপপ্রবাহ শুরু হতে পারে।'

এমভি আবদুল্লাহর অবস্থান কোথায়, কবে আসবে জানালেন ক্যাপ্টেন

জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ অবশেষে চট্টগ্রামের পথে রওনা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের মিনা সাকার বন্দর ছেড়েছে। এই জাহাজে করেই ২৩ নাবিকের আগামী মে মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে ফেরার কথা রয়েছে। জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা মেরিন ট্রাফিকের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, বর্তমানে পারস্য উপসাগর রয়েছে জাহাজটি।

মিনা বন্দরে পণ্য বোঝাইয়ের সময় জাহাজটির মাস্টার ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় প্রথম আলোকে জানান, জাহাজটি হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে আমিরাতের ফুজাইরা বন্দর থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করবে। এরপর চট্টগ্রামে ফিরবে। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় পৌঁছাতে ১১ বা ১২ মে পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। প্রায় ৩৩ দিনের জিম্মিদশার পর ১৩ এপ্রিল রাতে ২৩ নাবিকসহ এমভি আবদুল্লাহ মুক্ত হয়। এরপরই জাহাজটি প্রথমে আমিরাতের আল-হামরিয়া বন্দরে পৌঁছায়। সেখানে কয়লা খালাসের পর কাছাকাছি মিনা বন্দরে নেওয়া হয় । এই বন্দরে চুনাপাথর বোঝাই শেষে এখন চট্টগ্রামের পথে রয়েছে জাহাজটি।

গত ১২ মার্চ ভারত মহাসাগর থেকে জাহাজটি ছিনতাই করেছিল দস্যুরা। ছিনতাইয়ের ৯ দিনের মাথায় দস্যুরা প্রথম মালিকপক্ষের কাছে মুক্তিপণের দাবি জানায়। এরপরই শুরু হয় দর-কষাকষি। দর-কষাকষি চূড়ান্ত হওয়ার পর ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যার আগে মুক্তিপণের অর্থ দেওয়া হয়। সোমালিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, সোমালিয়ার দস্যুরা ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লাখ ডলার মুক্তিপণ পেয়ে জাহাজটি ছেড়ে দিয়েছে।

কোভিড টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা স্বীকার করলো অ্যাস্ট্রাজেনেকা

ওষুধ নির্মাতা কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকা স্বীকার করেছে, তাদের তৈরি কোভিড টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে আদালতে জমা দেওয়া একটি নথিতে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, তাদের তৈরি কোভিড ভ্যাকসিনের কারণে খুব বিরল থ্রম্বোসিস উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সিনড্রোম (টিটিএস) এর ঘটনা ঘটতে পারে। যার ফলে মানুষের রক্তে প্লাটিলেট কমে যায় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ইংল্যান্ডের অক্সফোড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের তৈরি কোভিড-১৯ এর টিকার কারণে গুরুতর অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এমন ডজনখানেক ঘটনার কথা উল্লেখ করে অ্যাস্ট্রাজেনেকার বিরুদ্ধে অর্ধশতাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অ্যাস্ট্রাজেনেকার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ হাইকোর্টে ৫১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যেখানে ভুক্তভোগীরা মোট ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ব্রিটিশ-সুইস এই কোম্পানিটির স্বীকারোক্তির ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে বিপুল পরিমাণ জরিমানা গুনতে হতে পারে।

রাত ৮টার পর শপিংমল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা

চলমান তাপপ্রবাহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে রাত ৮টার পর শপিংমল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ ছাড়া এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে রাখাসহ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার (২৯ এপ্রিল) রাতে বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিগত ১৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও চলমান দাবদাহে বিদ্যুতের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানে বিদ্যুৎ বিভাগ আন্তরিকভাবে কাজ করছে এবং একইসঙ্গে গ্রাহকদের আরো পরিমিত ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে আহ্বান জানাচ্ছে।এ ছাড়া বেআইনিভাবে ইজিবাইক ও মোটরচালিত রিকশার ব্যাটারি চার্জিং থেকেও বিরত থাকতে গ্রাহকদের আহ্বান জানানো হয়েছে॥

-তথ্যসূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ

যেখানে ভালোবাসা

ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

একদা তিনজন পক্ক দাড়িওয়ালা লোক একটি বাড়িতে আসলেন। বাড়ির গৃহিনী তাদের চিনতে পারে নি।

গৃহিনী বলল, "আমি তো আপনাদের চিনতে পারিনি। আপনারা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। দয়া করে ভেতরে আসুন। আমার কাছে যাকিছু খাবার আছে, তা খেয়ে নিন।" তারা জিজ্ঞসা করলেন, "এ বাড়ির কর্তা কি বাড়ি আছে?" সে বলল, "না, সে তো বাইরে কাজে গেছে।" তারা উত্তর দিলেন, "তা হলে আমরা বাড়ির ভেতরে যেতে পারি না।" সন্ধ্যার সময় স্বামী যখন কাজ থেকে বাড়ি আসলো, তখন স্ত্রী তার স্বামীকে তাদের কথা জানাল। স্বামী বলল, "তুমি যাও, উনাদের বল, আমি বাড়ি এসেছি। উনাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসো।

স্ত্রী বৃদ্ধ লোকদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বাড়ির ভিতর আসার জন্য নিমন্ত্রণ করল। তারা বললেন, "আমরা একসঙ্গে সবাই যেতে পারি না। সে জিজ্ঞাসা করল, কেন আপনারা এক সঙ্গে যেতে পারেন না? তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অন্য একজনকে দেখিয়ে বললেন, "উনার নাম সম্পদ এবং আর একজনকে দেখিয়ে বললেন, উনার নাম ভালোবাসা এবং আমার নাম উন্নতি। এখন তুমি যাও এবং তোমার স্বামীর সাথে আলাপ করে এসো, আমাদের মধ্য থেকে কাকে সে আসতে দিতে চায়।"

স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে গিয়ে সব কিছু বলল। তার স্বামী অত্যন্ত খুশী হলো। সে বলল, "কত চমৎকার। এসো আমরা সম্পদকে নিমন্ত্রণ করি, সম্পদ এসে আমাদের বাড়ি ধনসম্পদে ভরিয়ে তুলবে।" তার স্ত্রী বলল, "এসো আমরা বরং উন্নতিকে ঘরে নিয়ে আসি। উন্নতি এসে আমাদেরকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে নিয়ে যাবে। তাই না?"

ঘরের এক পাশে তাদের পুত্রবধূ তাদের কথা শুনছিল। সে লাফ দিয়ে উঠে এসে বলল, "আমাদের কি ভালোবাসাকে নিমন্ত্রণ করা উচিত নয়? ভালোবাসা এসে আমাদের বাড়ি, আঙ্গিনা, হৃদয়, মন সব কিছু ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে রাখবে।" তার স্বামী বলল, "চলো আমরা আমাদের পুত্রবধূর উপদেশ শুনি। আমরা ভালোবাসাকে নিমন্ত্রণ করি। তুমি যাও এবং ভালোবাসাকে আমাদের অতিথি করে নিয়ে এসো।

স্ত্রী বাইরে গেল এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনাদের মধ্যে কে ভালোবাসা? দয়া করে ভিতরে আসুন এবং আমাদের অতিথি হন।" ভালোবাসা উঠে দাঁড়ালেন এবং বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সাথে সাথে অন্য দু'জন সম্পদ ও উন্নতি তাকে অনুসরণ করলেন। তখন স্ত্রীলোকটি সম্পদ ও উন্নতিকে বলল, "আমি তো ভালোবাসাকে নিমন্ত্রণ করেছি, আপনারা আসছেন কেন?"

তারা তিন জন্য একসঙ্গে উত্তর দিলেন,"তুমি যদি সম্পদ অথবা উন্নতিকে নিমন্ত্রণ দিতে, তা হলে আমাদের অন্য দু'জনকে বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।" কিন্তু যেহেতু তুমি ভালোবাসাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ, সেহেতু ভালোবাসা যেখানে যায়, আমরা দু'জনও তার সাথে সাথে যাই। যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই সম্পদ ও উন্নতি।

গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা-১ম খণ্ড

ড্যানিয়েল রোজারিও জোন্স
৩য় শ্রেণি

আদর্শ প্রেমিক

অনুনয় রংমা

হে মহান প্রেমিক,
জানি, তোমার হৃদয় ছিল
ভালোবাসায় পরিপূর্ণ,
কিন্তু মোরা হলাম তোমার ব্যথির কারণ
তাই তুমি করেছ ক্রুশের
উপর মৃত্যুবরণ।
পিতার আজ্ঞায় এসেছিলে তুমি
করিতে মোদের পরিত্রাণ,
তাই মোরা পেয়েছি নবজীবনের সন্ধান।
আলো হয়ে এসেছিলে
এই অন্ধকার জগতে,
সেই আলোয় দূরীভূত করেছ
এই অন্ধকার জগত তাকে।
তোমার অসীম ভালোবাসায়,
এই সসীম মানবকে ভালোবেসে
রেখে গেছ সেই ভালোবাসার বীজ
এই অধম মানবের অন্তরে।
তোমার মহৎ ভালোবাসায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে,
তাইতো অনেক মহাপ্রাণ মানুষ
প্রাণ বিসর্জন দেয়
তোমার নামের তরে।
তুমি মহান, মহান তোমার কারুকার্য,
তোমার কারুকার্য দেখিয়া
হয়েছি মোরা বাকরুদ্ধ।
তোমার নামের তরে,
শত শত কোটি মানবের অন্তরের,
ওইতো শোনা যায় আনন্দ ও জয়গান
এসো মোরা করি তারই গুণ গান।
এসো তবে সবে মিলে মহা আনন্দে,
করিতে প্রভু যিশুখ্রিস্টের
নব জীবনের আনন্দ ও জয়গান॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহাবশেষ প্রদর্শনে ৬.৫ মিলিয়ন তীর্থযাত্রী প্রত্যাশা করছে গোয়া আর্চডায়োসিস

নভেম্বর ২১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জানুয়ারি ০৪, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পুণ্য দেহাবশেষ ইণ্ডিয়ার গোয়া আর্চডায়োসিসে প্রদর্শিত হবে। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি সকাল ৯টায় সাধুর পুণ্যস্মৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হবে ছে ক্যাথিড্রাল থেকে পুরাতন গোয়ার বম জিজাস বাসিলিকা পর্যন্ত। শোভাযাত্রা শেষে মহাসমারোহে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হবে। রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার সাথে কথা বলতে গিয়ে পুণ্যদেহ প্রদর্শন কমিটির সমন্বয়কারী ফাদার ফেলছাও বলেন, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পুণ্য দেহাবশেষ প্রদর্শন একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আর্চবিশপ ইতোমধ্যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি তৈরি করেছেন। সক্ষমতা ও কার্যকারিতার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। উপ-কমিটিগুলো এই সদস্যদের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে; যেমন, আর্ট প্রদর্শন, যোগাযোগ ও মিডিয়া উপ-কমিটি এবং উপাসনা উপ-কমিটি ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিকভাবে মহাড়ম্বরে এই প্রদর্শনী শুরু হবে ২১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৯:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। এরপর শোভাযাত্রা করে গোয়া দামান আর্চডায়োসিসের বাসিলিকা থেকে ছে ক্যাথিড্রালে যাবে। এ অনুষ্ঠান করতে সরকার থেকে কিরকম সহযোগিতা পাচ্ছেন তা জানতে চাইলে ফাদার ফেলছাও বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, এই প্রদর্শন অনুষ্ঠানটি মূলত গোয়া এবং দামান আর্চডায়োসিসের একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। যেহেতু ৪৫দিন যাবৎ এই পুণ্য দেহাবশেষকে প্রদর্শন করতে মিলিয়নেরও অধিক ভক্তেরা গোয়া দেখতে আসবে তখন সরকার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বিশেষভাবে যেখানে চার্চ তা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম নয়। যেমন নিরাপত্তা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ইলেকট্রিসিটি, ফায়ার সর্ভিস ও জলের যোগান ইত্যাদি। সরকার এ অনুষ্ঠান করতে সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনারদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে প্রদর্শন কমিটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি ফলপ্রসূ ও স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

প্রদর্শনী উপলক্ষে যারা গোয়ায় তীর্থ করতে যেতে চায় তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তবে বিভিন্ন তীর্থকেন্দ্র তাদেরকে থাকার সহায়তা প্রদান করতে পারবে। তাই যারা কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে চায় তারা sfxexpo2024@gmail.com ই-মেইল ঠিকানাটি ব্যবহার করতে পারে। প্রদর্শনীর মূলভাব আমাদেরকে যথাযথভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা মঙ্গলসমাচারের দূত হতে আহূত। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার যিশুর মঙ্গলবার্তা ঘোষণার তাঁর অংশটুকু করেছেন; এখন আমাদেরকেও তা করার সময়।

তোমাদের ফোন বন্ধ করো এবং অন্যদের প্রতি মনোযোগ দাও

গত ২৮ এপ্রিল পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস উত্তর ইতালির শহর ভেনিসে পালকীয় পরিদর্শনে যান। প্রথমেই তিনি জুদেকা মহিলা কারাগার দেখতে যান এবং পরে ৬০তম ভেনিস দ্বিবার্ষিক আর্ট প্রতিযোগিতায় ভাতিকানের প্যাভিলিয়নের কিউরেটর ও শিল্পীদের সাথে মিটিং করেন। স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী মা মারীয়ার বাসিলিকাতে যুবদের সাথে সাক্ষাতের পর পোপ মহোদয় সাধু মার্কের স্কয়ায়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ও স্বর্গের রাণী প্রার্থনা করেন।

রবিবার সকালে তৃতীয় সেশনে পোপ মহোদয় ভেনিসের সাধু মার্কের বাসিলিকার উন্মুক্ত স্থানের পাশে অবস্থিত মা মারীয়ার বাসিলিকার

সামনে যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি যুবকদেও স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান হবার মহান দান পেয়েছি এবং তাই অন্যের সাথে তাঁর আনন্দ সহভাগিতা করার আহ্বানও পেয়েছি। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমরা যে প্রভুতে সুন্দর তা পুনঃআবিষ্কার করতে এবং যিশুর নামে আনন্দ করতে, যুবাসুলভ এক ঈশ্বর যুবাদের ভালোবাসেন এবং আমাদেরকে সর্বদা অবাক করেন। জেগে ওঠলো ও তাড়াতাড়ি রওনা হলো- এ দু'টো শব্দকে ভিত্তি করে পোপ মহোদয় যুবদের সাথে সহভাগিতা করেন।

ঈশ্বর আমাদেরকে উচুঁ করতে চান বলে শিশু হিসেবে দেখেন

ভেনিসে পোপ মহোদয় যুবদের বলেন, 'জেগে ওঠো' নীচ থেকে ওঠে পড়ো কেননা আমরা তো স্বর্গের জন্য সৃষ্ট হয়েছি। তোমার দৃষ্টি উপরের দিকে তুলতে দুঃখ থেকে দৃষ্টি সরান। সোফায় বসতে নয়, জীবনকে মোকাবেলা করতে ওঠে দাঁড়াও। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আমাদের প্রথম যে কাজটি করা দরকার, তা হলো ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনের উপহারের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। প্রার্থনাটি হলো - হে আমার ঈশ্বর জীবনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ; আমার জীবন নিয়ে ভালোবাসায় পড়তে দাও আমায়। ঈশ্বর আমার, তুমি আমার জীবন। নিপীড়ক নিষ্ক্রিয়তা যা আমাদের জগতকে ধূসর ছায়ায় পরিণত করে যুবকদেরকে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। পোপ মহোদয় বলতে থাকেন, এসো আমরা প্রভুকে আমাদের হাত ধরে নেওয়ার অনুমতি দেই, কেননা যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে; তিনি তাদের কাউকে নিরাশ করেন না। এমনকি আমরা যখন পড়ে যাই বা ভুল করি; তখনও ঈশ্বর সেখানে আমাদেরকে তুলে ধরার জন্য। কেননা তিনি আমাদেরকে অন্যায়কারী রূপে নয় তাঁর সন্তান হিসেবে দেখেন যাকে শাস্তি না দিয়ে উপরে তুলে ধরেন।

অন্যের দিকে মনোযোগ দাও, তোমার স্মার্ট ফোনেতে নয়

আমাদের ঘুম বা পাপ থেকে জেগে ওঠার পর আমাদেরকে অবশ্যই সহিষ্ণুতা নিয়ে যিশুর সাথে থাকতে হবে। ক্ষয়িষ্ণু আবেগ ও সন্তুষ্টির মধ্যে বেঁচে না থেকে সম্মিলিত প্রার্থনার মাধ্যমে বিশ্বাস ও ভালোবাসায় অধ্যাবসায়ী হবার আহ্বান জানানো হয় খ্রিস্টানদেরকে। তুমি বলতে পারো, আমার চারিপাশে যারা আছে তারা সকলেই তাদের সেল ফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ভিডিও গেমে আসক্ত। তথাপি, তোমাকে স্রোতের বিপরীতে যেতে হবে; জীবনকে তোমার হাতে দাও এবং জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হও; টিভি বন্ধ করো এবং মঙ্গলসমাচার খুলো; তোমার সেল ফোন বন্ধ করো এবং মানুষের সাক্ষাতে যাও। ভেনিসের খালগুলোতে যারা গণ্ডলাগুলো চালায় তাদের মতো যুবকেরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে স্রোতের বিপরীতে চলবে। নৌচালনায় ধারাবাহিকতা দরকার। কিন্তু অধ্যবসায় পুরস্কার নিয়ে আসে যদিও পথটি কঠিন।

আসলে আমরা সকলে একজন আরেকজনের জন্য উপহার। জীবন যদি উপহার হয়, তাহলে আমি নিজেকে অন্যের জন্য দান করতে বেঁচে থাকবো। তাই ঈশ্বরের আহ্বানকে আলিঙ্গণ করো তাঁর সৃষ্টি কাজে অংশগ্রহণ করে এবং মঙ্গলসমাচারের আলোতে তোমার জীবনের পথগুলো অঙ্কিত করো।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেমিনার আয়োজন

ন্যায় ও শান্তি কমিশন ডেস্ক ▯ গত ১৪ ও ১৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ন্যায় ও শান্তিবিষয়ক বিশপীয় কমিশনের উদ্যোগে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের দিগলাকোনা ও মরিয়মনগর ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের সমাজপ্রধান, শিক্ষক, সমাজকর্মী, ফাদার, সিস্টার ও ছাত্র-ছাত্রীসহ মোট ১১৫জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে মানব-পাচার প্রতিরোধ ও জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার মরিয়মনগর ধর্মপল্লীতে আয়োজন করা হয়। ১৪ মার্চ বিকালে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও ফাদার-সিস্টারসহ মোট ৪৫জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে মানব-পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার ও খ্রিস্টযাগ 'তলিথা কুম বাংলাদেশ'এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়। জলবায়ুবিষয়ক দুর্যোগ, দারিদ্রতা, যুদ্ধ-সংঘাত, অভিবাসন, নিপীড়ন-নির্যাতন ও প্রতারণার কারণে মানবপাচার মানব-মর্যাদা লঙ্ঘণ একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস ধর্মোপদেশে বলেছেন- 'মানুষ নিয়ে ব্যবসা করা একটি ঘৃণ্য অপরাধ। সুতরাং যৌন নির্যাতন, সামাজিক নিপীড়ন, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রব্যবসা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র ও সীমান্তবর্তী এলাকার অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে সকলকে একত্রে সংগ্রাম করতে হবে।' ১৫ মার্চ তারিখে ৮৫জন সমাজপ্রধান, শিক্ষক, সমাজকর্মী, ফাদার, সিস্টার ও যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা ও অ্যাডভোকেসি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট দিনেশ দারু, ভূমি সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত বিধিবিধান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী সমাজকর্মী অরণ্য চিরান এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা সহভাগিতা করেন ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি এবং সেমিনারে স্থানীয় সমস্যা ও স্থানীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার বিপুল দাস সিএসসি এবং ফাদার নিকোলস বাড়ৈ সিএসসি॥

বরিশাল ধর্মপ্রদেশে ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়

ন্যায় ও শান্তি কমিশন ডেস্ক ▯ গত ৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহযোগিতায় বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর ন্যায় ও শান্তি কমিটির সদস্য, সমাজনেতা, ফাদার, সিস্টার, শিক্ষক এবং যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণে ন্যায্যতা ও শান্তিবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা সহভাগিতা করেন কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা ও অ্যাডভোকেসির উপর বক্তব্য রাখেন বরিশাল ল কলেজের শিক্ষক এবং সুপ্রিমকোর্টের অ্যাডভোকেট অভিজিত কর্মকার, সুরক্ষাবিষয়ক সহভাগিতা করেন ওয়ার্ল্ড ভিশনের এরিয়া ম্যানেজার লিটন মন্ডল এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করেন বরিশাল কোতয়ালি মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক আমানুল্লাহ আল বারী। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ন্যায় ও শান্তি কমিশনের ধর্মপ্রদেশীয় সমন্বয়ক ফাদার লিটন গমেজ, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও ডিডি'র পক্ষে সেমিনার উদ্বোধন করেন ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস গমেজ এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সিস্টার ক্লারা এলএইচসি॥

ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে লাউদাতো সি তীর্থযাত্রা আয়োজন

ন্যায় ও শান্তি কমিশন ডেস্ক ▯ গত ৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ন্যায় ও শান্তিবিষয়ক বিশপীয় কমিশনের উদ্যোগে উত্তর পালাইড, তেলিহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর জেলায় সিসিডিবি 'ক্লাইমেট সেন্টারে' সারাদিন ব্যাপী 'লাউদাতো সি তীর্থযাত্রা'র আয়োজন করা হয়। কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি ও কমিশন সদস্যগণ, ধর্মপ্রদেশীয় কমিশনের সমন্বয়ক ও প্রতিনিধি, ধর্মসংঘের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্ট মুভমেন্টের প্রতিনিধি এবং সমাজকর্মীসহ মোট তিরিশজন অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল-প্রার্থনা ও অনুধ্যান, বিশপ মহোদয়ের বক্তব্য, জলবায়ুবিষয়ক উপস্থাপনা, পরিবেশগত দুর্যোগ, মোকাবিলার সক্ষমতা ও দক্ষতা আলোচনা, ক্রুশের পথের প্রতিটি অনুধ্যানে ব্যক্তিগত চেতনা সহভাগিতা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থা অনুধাবন ও প্রার্থনা করা, পরিবেশের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা নিরাময়ের পথ ও পন্থা সম্পর্কে চেতনায়ন, ব্যক্তিগত অনুধ্যান, দলীয় সহভাগিতা ও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। বিশপ মহোদয় এবং সকলে মিলে দু'টি গাছ রোপনের মাধ্যমে তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করা হয়॥

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফাদার সাগর কোড়াইয়া ▯ 'সমাজ ও পরিবারে অধিকাংশ শিশু, নারী এবং ঝুঁকিপূর্ণরা সুরক্ষিত নয়। আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থানে থেকে ঝুঁকিপূর্ণদের সুরক্ষায় কাজ করতে হবে। তবে মনে রাখা দরকার, আমি যা ভালো করছি সেটা বাইবেলের শিক্ষাকেই প্রকাশ করে'। ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন-সিবিসিবি এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তব্যে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন- সিবিসিবির চেয়ারম্যান ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও এই কথা বলেন।

২৫ ও ২৬ এপ্রিল রাজশাহী এবং খুলনা

ধর্মপ্রদেশে কর্মরত ফাদার-সিস্টার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অংশগ্রহণে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে দুইদিনব্যাপী সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিশপসহ ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন- সিবিসিবির সেক্রেটারী ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি, রাজশাহী ও খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার সাগর কোড়াইয়া, ফাদার জেমস মণ্ডল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের শিশু সুরক্ষা ডেস্কের আহ্বায়ক ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু সিএসসি এবং কারিতাস খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক আলবিনো নাথ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি আলোচনা করেন। ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নীতিমালার ওপর আলোচনায় সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাদার মিন্টু যোহন রায় বলেন, 'রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ এবং কারিতাস রাজশাহী শিশু সুরক্ষায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একত্রে কাজ করছে'। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ে সুরক্ষা নীতিমালা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী বলে আলোচনায় উঠে আসে।

দ্বিতীয় দিনে সকালের অধিবেশনে সুরক্ষা সেবাকাজে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা এবং পালকীয় দিকনির্দেশনার উপর ফাদার উত্তম রোজারিও, শিশু ও নারী সুরক্ষাবিষয়ক বাংলাদেশ সরকারের আইন-কানুন বিষয়ে অ্যাডভোকেট আওরঙ্গজেব কাকন, শিশু সুরক্ষাবিষয়ক মাণ্ডলিক আইন (ক্যানন ল) অনুধাবনের ওপর ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা, রিপোর্টিং, তদন্ত, দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমের কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট) বিষয়ে মিসেস স্টেলা রূপা মল্লিক, এবং রিচার্ড অজয় সরকার আলোকপাত করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মুক্তালোচনায় খুলনা ধর্মপ্রদেশের ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড বলেন, 'যাজক, ব্রতধারী-ধারিণী ও জনগণ হিসাবে আমাদের ভালোর পাশাপাশি মন্দ কিছু থাকতে পারে। আমাদের মনে রাখা দরকার আমার দ্বারা যেন অন্যের কোন ক্ষতি না হয়'। একইসাথে বক্তব্য রাখেন স্নিগ্ধা মৌ ঘোষ। আলবিনো নাথ বলেন, 'শিশু ও নারীদের সুরক্ষা বিষয়ে ফাদার-সিস্টার ও জনগণকে সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কারিতাস বাংলাদেশ কার্যক্রমগুলো বেশ লক্ষ্যণীয়'।

বিকালের অধিবেশনে আদালতে শিশু ও নারীদের সুরক্ষা সেবাসমূহের ওপর বিজয় কুমার বসাক, অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) রাজশাহী আলোচনা করেন।

সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা প্রত্যেকটি ধর্মপল্লী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা দরকার। এই কর্মশালার শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলেই এই কর্মশালা সার্থক হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারী জাসিন্তা মুর্মু॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে বিশ্ব আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন

নয়ন পালমা ▯ 'প্রত্যাশার বীজ বপনে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টীয় আহ্বান'-এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ২১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ, রোজ রবিবার সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে মহাসমারোহে বিশ্ব আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন হাইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মোট ১২২ জন ছেলে-মেয়ে। দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। খ্রিস্টযাগের পর অংশগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শুরু হয় সারাদিন ব্যাপী বিশেষ সেমিনার।

সেমিনারের শুরুতেই পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। মূলসুরের উপর প্রধান বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। ব্যক্তিগত জীবনাহ্বানের ইতিহাস সম্পর্কে সহভাগিতা করেন যথাক্রমে ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন, সিস্টার মেরী খ্রীষ্টেল এসএমআরএ ও রিজেন্ট নয়ন পালমা। পারিবারিক জীবনাহ্বান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন যোসেফ পালমা। উন্মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মূল্যায়ন, ধন্যবাদ বক্তব্য ও পরিশেষে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে শিশুদের নিয়ে সারা দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যদিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মোট ১৮ জন এনিমেটর ও ১০৬ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার উত্তম রোজারিও।

খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী "যিশুর ছোট্ট শিশুরা একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী"-এই মূলসুরের উপর বক্তব্য রাখেন। নানা বাস্তব ঘটনা, গল্প, কাহিনী ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি সহজ সরল ভাষায় শিশুদের উদ্দেশে কথা বলেন।

সেমিনারে শিশুদের জন্য কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বিষয়ক নানা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সহায়তা করেন ফাদার উত্তম রোজারিও, রিজেন্ট নয়ন পালমা, মিসেস মিতু গমেজ, সিস্টার মেরী অমৃতা এসএমআরএ এবং এনিমেটরগণ। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবসের কার্য্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

ফাদার যোসেফ নরেন বৈদ্য রচিত "বিশ্বাস ও জীবন" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

গত ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস খুলনা আঞ্চলিক অফিস কক্ষে খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকাগণের বার্ষিক শিক্ষা সম্মেলনে, ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন ও বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সভাপতি বিশপ জেমস রমেন বৈরাগীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যের শেষ লগ্নে ফাদার যোসেফ নরেন বৈদ্য রচিত " বিশ্বাস ও জীবন" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কাথলিক শিক্ষাবোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারী জ্যোতি এফ গমেজ, খুলনা ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা কমিশনের সম্পাদক প্রধান শিক্ষক আলফ্রেড রনজিত মন্ডল, জেমস সুকুমার মন্ডল বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। বিশপ মহোদয় বলেন, লেখক ফাদার নরেন এই বইয়ে বিশ্বাস, নৈতিকতা ও উপাসনা সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব সযত্নে উপস্থাপন করেছেন। আমি ফাদারের এ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করি। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু তার বাণীতে উল্লেখ করেন যে, ২৯টি প্রবন্ধের সংকলন বইটি একটি ব্যতিক্রমী সৃজনশীল উপস্থাপনা। বইটি ধর্মবোধে সমৃদ্ধ। "বিশ্বাস ও জীবন" বইট ফাদার নরেনের প্রথম সফল প্রয়াস। বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি॥

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, **বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়।** আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। **এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের।** এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, **বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা।** তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক **আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।** আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 16
Regd. No. DA-33
❖ 5 - 11 May, 2024, ২২ - ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421

Dhaka Campus Play to STD-X

(Play Group to O & A Level

ADMISSION
Going On
(July 2024 to June 2025)

Savar Campus Play to STD-IX

- Limited Seats.
- Wide playground.
- Standby Power Supply.
- School Vehicle Available.
- Computer, Multimedia, Internet Etc.

- Extra Curricular Activities.
- Special Care For Slow Learners.
- Air Conditoned Classrooms.
- Secured With CCtv Camera.
- Use of Modern Teaching Methodgy

Dhaka Campus: Bangladesh Baptist Church
70-D/1, Indira Road, (West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Contact: +88 02 222246708, 01989-283257

Savar Campus: YMCA International Building
B-2 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart it. Provers 22:6

বিজ্ঞ/৯৫/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org